

## অধ্যায়-৪: বাংলায় কোম্পানি ও ঔপনিবেশিক শাসন

**প্রশ্ন ১** উত্তর আফ্রিকার সুদানে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা দীর্ঘদিন যাবত চলে। অবশেষে ঔপনিবেশিক শাসকেরা সুদান শাসনের জন্য সুদানের জনগণকে দুটি শিবিরে বিভক্ত করেন। /চা. বো.; রা. বো.; হ. বো. ১৭/

- ক. ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ কোথায় অবস্থিত? ১  
খ. 'দ্বৈত শাসন' কী? বুঝিয়ে লেখো। ২  
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন ঘটনার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. তোমার পাঠ্যবইয়ের উক্ত ঘটনার ফলাফল মূল্যায়ন করো। ৪

### ১নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ কলকাতায় অবস্থিত।

**খ** ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের পর লর্ড ক্লাইভ বাংলা প্রদেশকে শাসন করার যে নীতি গ্রহণ করে, তা-ই 'দ্বৈত শাসন' নামে পরিচিত। দ্বৈত শাসন হলো দুইজনের শাসন। এ ব্যবস্থায় বাংলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, ফৌজদারি বিচার, শান্তিরক্ষা, দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব ছিল নবাবের ওপর। অন্যদিকে বাংলার রাজস্ব আদায়, দেওয়ানি সংক্রান্ত বিচার, জমি-জমার বিবাদ সম্পর্কিত বিচার কোম্পানির ওপর ন্যস্ত হয়েছিল। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কোম্পানি লাভ করে দায়িত্বহীন ক্ষমতা, আর নবাব পান ক্ষমতাহীন দায়িত্ব। লর্ড ক্লাইভের বাংলা শাসনের এ অভিনব নীতিই 'দ্বৈত শাসন' নামে পরিচিত।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত ব্রিটিশ শাসনামলের ঐতিহাসিক ঘটনা বঙ্গভঙ্গের মিল রয়েছে।

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ঔপনিবেশিক শাসনামলে ব্রিটিশ শাসকদের 'ভাগ কর শাসন কর' নীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো বঙ্গভঙ্গ। ভারতে নিযুক্ত তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন প্রশাসনিক সুবিধার কথা চিন্তা করে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর তদানীন্তন বঙ্গ প্রেসিডেন্সিকে দুটি ভাগে ভাগ করেন। উদ্দীপকে বর্ণিত সুদানের জনগণকে দুটি শিবিরে বিভক্ত করার মধ্যে তার এ কর্মকাণ্ডেরই সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনে থাকা সুদানকে শাসন করার জন্য এক সময় ঔপনিবেশিক শাসকেরা এ অঞ্চলের জনগণকে দুটি শিবিরে বিভক্ত করে। একইভাবে লর্ড কার্জন ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় হয়ে এসে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করেন। কারণ বাংলা প্রদেশ ছিল ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ। এর আয়তন ছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে ৭ কোটি। ফলে প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দিত। এছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় আর্থ-সামাজিক সুবিধাটি নিশ্চিত করা এবং ব্রিটিশদের Divide and Rule Policy-এর বাস্তবায়ন করার জন্য এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে নস্যাত করার জন্য লর্ড কার্জন বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করে দুটি প্রদেশে রূপান্তরিত করেন, যা বঙ্গভঙ্গ হিসেবেই সমধিক পরিচিত। এ পরিকল্পনা অনুসারে বাংলাকে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগ (দার্জিলিং বাদে জলপাইগুড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মালদাহ জেলাসহ) এবং আসাম নিয়ে 'পূর্ব-বাংলা ও আসাম' নামে একটি নতুন প্রদেশ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঢাকাকে নতুন প্রদেশের রাজধানী করা হয় এবং এর শাসনভার অর্পণ করা হয় স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের ওপর। কলকাতাকে রাজধানী করে অবিভক্ত বাংলার অন্যান্য অংশ নিয়ে 'বঙ্গ প্রদেশ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাই দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে বর্ণিত সুদানের জনগণকে দুটি শিবিরে ভাগ করার সাথে ব্রিটিশ ভারতের বঙ্গভঙ্গের ঘটনা সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ঘ** বঙ্গভঙ্গের ফলে ভারতীয় হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। পূর্ব বাংলার জনগণের নিকট বঙ্গভঙ্গ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানরা

সামাজিক মর্যাদা ফিরে পায় এবং তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম তথা সার্বিক দিকে প্রগতি নিশ্চিত করার শূভ ইজ্জত পাওয়া যায়। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে, যার ফলশ্রুতিতে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।

ব্রিটিশ ভারতে বঙ্গ প্রদেশকে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ এই দুই অঞ্চলে বিভক্ত করা হলে উভয় অঞ্চলের জনগণের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। মুসলমান সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে সমর্থন জানালেও কলকাতাকে কেন্দ্রি উচ্চ ও মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া জানাতে থাকে। কারণ বঙ্গভঙ্গের ফলে তাদের অর্থনৈতিক ও পেশাগত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাছাড়া কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহল থেকে প্রচার করা হয় যে, বঙ্গভঙ্গের অর্থ হলো 'মাতৃভূমিকে বিভক্ত করা'। তাই বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদস্বরূপ তারা ব্রিটিশ পণ্য বর্জনে স্বদেশি আন্দোলন ও সত্ত্বাসবাদী কার্যকলাপ চালাতে থাকে। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটতে থাকে। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ও হিন্দুদের প্রচণ্ড বিরোধিতায় ব্রিটিশ সরকার নতি স্বীকার করে। দিল্লির রাজদরবারে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর তারা বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করে দুই বাংলাকে আবার একত্র করে।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানরা কিছুটা লাভবান হলেও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে ফাটল ধরে। উভয়ের মধ্যে সন্দেহ, রেষারেষি মারাত্মক পর্যায়ে রূপ নেয়। এ বৈরী সম্পর্কের রেশ ধরেই এক সময় তারা আলাদা হয়ে যায়।

**প্রশ্ন ২** পবিত্র হজ পালনের জন্য জনাব হাবুন সাহেব সৌদি আরব গমন করেন। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসেবে সেদেশের মানুষের ধর্মীয় অনুশাসন ও আচার-আচরণ তিনি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। দীর্ঘদিন সেদেশে অবস্থান করে তিনি নিজ দেশে ফিরে আসেন। স্বদেশে ফিরে এসে দেখেন, মানুষ নানাবিধ ধর্মীয় পোড়ামি ও কুসংস্কারে লিপ্ত। এক শ্রেণির মানুষ মাজারে গিয়ে মানত করছে, সেজদা করছে, পিরের মুরিদ হয়ে পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত আছে। এহেন অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড তাকে মর্মহত করে। তিনি ঐ সকল বিপথগামী মুসলমানদের ইসলামের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। এর ফলে মানুষের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে।

/দি. বো.; কু. বো.; সি. বো.; য. বো.; ব. বো. ১৭/

- ক. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কোন সালে গঠিত হয়? ১  
খ. দ্বৈত শাসন বলতে কী বোঝায়? ২  
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের সাথে কোন ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. 'উদ্দীপকের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মতো উক্ত আন্দোলনও তৎকালীন সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিল।'— বিশ্লেষণ কর। ৪

### ২নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬০০ সালে গঠিত হয়।

**খ** সৃজনশীল ১নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের সাথে হাজি শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনগুলোর মধ্যে ফরায়েজি আন্দোলন ছিল অন্যতম। ইসলামের নানা অনৈসলামিক রীতিনীতি বন্ধকরণ এবং মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে হাজি শরীয়তুল্লাহ আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি মুসলমানদের কুসংস্কার ও নীতিবর্জিত কার্যকলাপ বন্ধের জন্য এ আন্দোলনের সূচনা করেন। উদ্দীপকের হাবুন সাহেবের কর্মকাণ্ডও এ আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে।



উদ্দীপকের হারুন সাহেব সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরে এসে দেশের জনগণের মধ্য থেকে নানা কুসংস্কার ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড দূরীকরণের লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তোলেন। একইভাবে হাজি শরীয়তুল্লাহ তৎকালীন মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান কবরপূজা, পিরপূজা, উরস, মানতের মতো নানা ধর্মীয় কুসংস্কার ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখে উদ্ভিগ্ন হয়ে পড়েন। এছাড়াও তিনি লক্ষ করেন যে, নতুন সৃষ্ট জমিদার শ্রেণি কর্তৃক মুসলমানগণ নির্যাতনের শিকার হন। হিন্দুদের পূজায় ও জমিদার সন্তানদের বিদেশে শিক্ষাভোগের জন্য মুসলমানদের চাঁদা দিতে হতো। এমনকি মুসলমানদের দাড়ি রাখার ওপর কর ধার্য করা হয়। এসব দেখে তিনি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের সংগঠিত করেন, যা ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের হারুন সাহেবের ধর্মীয় আন্দোলনে বাংলার ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

**খ** উদ্দীপকের সংস্কার আন্দোলনের মতো উক্ত আন্দোলন অর্থাৎ ফরায়েজি আন্দোলন ও তৎকালীন সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিল—উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকে, আমরা দেখতে পাই যে, হারুন সাহেব নিজ দেশের মুসলমানদের অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড দেখে মর্মহত হন। তিনি বিপথগামী মুসলমানদের ইসলামের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। এর ফলে মানুষের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। অনুরূপভাবে হাজি শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলনের ফলেও তৎকালীন মুসলিম সমাজে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়।

হাজি শরীয়তুল্লাহ ছিলেন একাধারে ধর্মীয় নেতা, সমাজসংস্কারক, রাজনৈতিক নেতা এবং সর্বোপরি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ ও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। তিনি লক্ষ করেন যে, বাংলার মুসলমান সমাজ নানাবিধ কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতি-নীতিতে আচ্ছন্ন। তাছাড়া জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারেও মুসলমানদের জীবন ছিল দুর্বিষহ। এ পরিস্থিতিতে শরীয়তুল্লাহ ফরায়েজি আন্দোলন গড়ে তোলেন। এ আন্দোলনের ফলে তৎকালীন সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। তার এ আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজের জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। তারা নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। এ আন্দোলনের ফলে মুসলমানদের মধ্যকার নানা অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড ও কুসংস্কার দূরীভূত হয়। এ আন্দোলনের মাধ্যমে ফরায়েজিদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরিত হয় এবং সমাজে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া মুসলিম সমাজে পঙ্কায়তে ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। এ আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণ তাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কেও সচেতন হয়।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, পূর্ব বাংলার জনগণ যখন কুসংস্কার এবং ইংরেজ শাসনের পক্ষপাতদুষ্ট বিচার ব্যবস্থায় নিমজ্জিত, ঠিক সেই ক্রান্তিকালে হাজি শরীয়তুল্লাহ গড়ে তোলেন ফরায়েজি আন্দোলন। এটি তৎকালীন সময়ে সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করে, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

**প্রশ্ন ১৩** চাকলা রোশনাবাদ পরগনার রাজা মানিক্য বাহাদুর শাসন পরিচালনায় নানাবিধ অসুবিধায় সম্মুখীন হন। সমতলে সাধারণ বাঙালি, কৃষক, প্রজা, পাহাড়ি ত্রিপুরাসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র উপজাতি প্রজার বসবাস। একদিকে হিন্দু, মুসলিম ও পাহাড়িদের ধর্মীয় বিরোধ, অন্যদিকে স্বাধীনতাকামী প্রজার জমিদারি প্রথা বিরোধী হিংসাত্মক আন্দোলন তাকে ব্যতিব্যস্ত করে ফেলে। জমিদারবিরোধী আন্দোলন প্রশমনের জন্য তিনি কৌশলে প্রজাদের ধর্মীয় বিরোধে প্রণোদনা দেন। এতে ধর্মীয় বিদ্বেষ প্রকট হলে, তিনি পরগনাকে দুইভাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। একদল মানুষ তার পরগনা বিভক্তিকে সমর্থন করলেও আরেক দল এর তীব্র প্রতিবাদ করে। পরিশেষে তিনি পরগনা ভাগের সিদ্ধান্ত বাতিল করেন।

(দি. বো., ক. বো., সি. বো., ঘ. বো., ব. বো. ১৭)

ক. মুসলিম লীগ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি কেন গঠন করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত কোন প্রশাসনিক পদক্ষেপের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মতো ব্রিটিশ সরকারের উক্ত পদক্ষেপের প্রতিও জনগণের প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র—বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৩নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মুসলিম লীগ ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

**খ** আধুনিক শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে জনমত তৈরি এবং তাদেরকে পরিবর্তিত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করার উদ্দেশ্যে 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করা হয়।

নবাব আবদুল লতিফ ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' বা মুসলিম সাহিত্য সমাজ নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মুসলমানদের ন্যায়সংগত দাবি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা সরকারের কাছে তুলে ধরে তা পূরণের চেষ্টা করা হতো।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত বঙ্গভঙ্গের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের একটি চিরায়ত নীতি হলো ভাগ কর ও শাসন কর নীতি। নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে তারা শাসনাধীন অঞ্চলকে ভাগ করার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনার মূলে কুঠারাঘাত করত। এভাবে তাদের অন্যায় শাসনকে আরও স্থায়ী করার চেষ্টা চালাত। উদ্দীপকেও ব্রিটিশদের এমনই একটি কর্মকাণ্ড তথা বঙ্গভঙ্গের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে।

উদ্দীপকের চাকলা রোশনাবাদ পরগনার রাজা মানিক্য বাহাদুর শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের জমিদার বিরোধী আন্দোলনের সম্মুখীন হন। এ বিরোধ প্রশমনের জন্য তিনি কৌশলে জনগণের মধ্যে ধর্মীয় বিরোধ উদ্বেগ দিয়ে পরগনাকে দুইভাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। অনুরূপভাবে ব্রিটিশ সরকার ভারতের জনগণের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সম্মুখীন হয়। বিশ শতকের শুরুতে ভারতে সে ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল বাঙালি মধ্যবিত্ত ভ্রলোকেরা। তাই ব্রিটিশ সরকার বাংলাকে বিভক্ত করে বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি নষ্ট, কংগ্রেস ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির আধিপত্য ধ্বংস করে তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে দুর্বল করার চেষ্টা করে। আর উদ্দীপকেও এ ঘটনার প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকের মতো ব্রিটিশ সরকারের উক্ত পদক্ষেপ অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের প্রতিও জনগণের প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র—উক্তিটি সম্পূর্ণরূপে সঠিক।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, চাকলা রোশনাবাদ পরগনার রাজা মানিক্য বাহাদুর তার অধিভুক্ত পরগনাকে দুইভাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। একদল মানুষ এ বিভক্তিকে সমর্থন করলেও আরেকদল এর তীব্র প্রতিবাদ করে। ঠিক একইভাবে ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধেও বাংলার হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গের ফলে বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিপরীত প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। বাংলার মুসলমানগণ বঙ্গভঙ্গের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তা সাদরে গ্রহণ করেছিল। কেননা, এর মধ্যে তারা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ, উন্নতি এবং একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভের সম্ভাবনা দেখতে পায়। হিন্দুদের প্রতিবাদ প্রতিরোধের মুখে সরকার যেন বঙ্গভঙ্গ বাতিল না করে সে জন্য মুসলিম লীগসহ নানা সংগঠনের ব্যানারে ঐক্যবন্ধ হয়ে তাদের দাবি উত্থাপন করতে থাকে। অন্যদিকে বঙ্গভঙ্গের প্রতি হিন্দুসমাজ ও কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া ছিল তীব্র ও নেতিবাচক। পূঁজিপতি, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, জমিদার স্বার্থরক্ষায় এবং জাতীয় ঐক্যের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। তাছাড়া হিন্দুরা মনে করেছিলেন, নতুন প্রদেশে মুসলমান জনগণের রাজত্ব হবে, আর বাঙালি হিন্দুরা হয়ে পড়বে সংখ্যালঘু। কলকাতার বৃন্দীজীবী মহল থেকে প্রচার করা হয় যে, বঙ্গভঙ্গের অর্থ হচ্ছে 'মাতৃভূমিকে বিভক্ত করা'। এ সকল কারণে বঙ্গভঙ্গের প্রতি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে কংগ্রেস একে রদ করার জন্য প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া ছিল ইতিবাচক। অন্যদিকে হিন্দুরা এর বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আন্দোলন শুরু করে। শেষ পর্যন্ত হিন্দুদের তীব্র আন্দোলনের মুখে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।



**প্রশ্ন ৮** বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জার্মানির পশ্চিমাঞ্চলের জনগণের চেয়ে পূর্বাঞ্চলের জনগণ অনুরত ও অবহেলিত ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের শাসকগোষ্ঠীর বৈরী মনোভাব আর পূর্বাঞ্চলের জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পূর্ব জার্মানি ও পশ্চিম জার্মানি নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র জন্ম লাভ করে। এ বিভক্তির ফলে উভয় দেশের জনগণের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। জনগণের একটি অংশ এ বিভক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। অবশেষে প্রবল আন্দোলনের মুখে দুই জার্মানিকে পুনরায় একত্রীকরণ করা হয়।

/সকল বো. ১৬/

- ক. বেঙ্গল প্যাণ্ট কী? ১
- খ. খেলাফত আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী ছিল? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুই জার্মানির বিভক্তি ব্রিটিশ বাংলার কোন ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. জার্মানির পুনরায় একত্রীকরণ ও উক্ত ঘটনার পরিণতি কি একই ছিল? ৪

#### ৪নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯২৩ সালে দেশবাস্থ্য ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ মুসলিম প্রতিনিধিদের সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করেন তা-ই বেঙ্গল প্যাণ্ট নামে পরিচিত।

**খ** খেলাফত আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জাহানের খলিফার মর্যাদা এবং তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষা করা।

ভারতীয় মুসলমানগণ মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের প্রতীক তুরস্কের প্রতি আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শন করতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪) তুরস্কের সুলতান ব্রিটিশবিরোধী শক্তি জার্মানির পক্ষে যোগদান করে। তাই ভারতীয় মুসলমানগণ ব্রিটিশদের এ শর্তে সমর্থন দেয় যে, ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধ শেষে তুরস্কের খলিফার কোনো ক্ষতি করবে না। কিন্তু যুদ্ধে পরাজয়ের পর ব্রিটিশরা তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে ভারতীয় মুসলমানরা বিক্ষুব্ধ হয়ে খলিফার মর্যাদা ও তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার লক্ষ্যে খেলাফত আন্দোলন গড়ে তোলে।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত দুই জার্মানির বিভক্তি ব্রিটিশ বাংলার বঙ্গভঙ্গের ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ব্রিটিশভারতের শাসনতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভারতে নিযুক্ত তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর তদানীন্তন বঙ্গ প্রেসিডেন্সিকে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ নামে দুটি নতুন প্রদেশে বিভক্ত করেন। উদ্দীপকে বর্ণিত জার্মানিকে পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলে বিভক্তির মধ্যে উল্লিখিত বিষয়টিই ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জার্মানির পশ্চিমাঞ্চলের জনগণের চেয়ে পূর্বাঞ্চলের জনগণ অবহেলিত ও অধিকারবঞ্চিত ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের শাসকগোষ্ঠীর বৈরী মনোভাবের প্রেক্ষিতে পূর্বাঞ্চলের জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পূর্ব জার্মানি ও পশ্চিম জার্মানি নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র জন্ম লাভ করে। ঠিক একইভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বঙ্গ প্রদেশের পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ পূর্ব বাংলা পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে অনুরত ও অবহেলিত ছিল। অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলার সকল প্রকার অর্থনৈতিক, শিক্ষা, যোগাযোগ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হতো। আর পূর্ব বাংলা ছিল চরম অবহেলিত। অর্থনৈতিক দিক থেকে কলকাতা ক্রমশ উন্নত হতে থাকে এবং পূর্ব বাংলার অবনতি ঘটে। এরূপ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার পূর্ববঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ও মুসলমানদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বঙ্গভঙ্গ করে। সুতরাং দেখা যায়, জার্মানির বিভক্তির মধ্যে বঙ্গভঙ্গের চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে।

**ঘ** জার্মানির পুনরায় একত্রীকরণ ও বঙ্গভঙ্গের পরিণতি একই ছিল। বঙ্গভঙ্গের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। পূর্ব বাংলার জনগণের নিকট বঙ্গভঙ্গ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানরা সামাজিক মর্যাদা ফিরে পায় এবং তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম তথা সার্বিক দিকে প্রগতি নিশ্চিত করার শূভ ইজ্জিত পাওয়া যায়। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে, যার ফলশ্রুতিতে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। জার্মানির বিভক্তিকরণের ক্ষেত্রেও একই ফলাফল পরিলক্ষিত হয়।

জার্মানিকে পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে বিভক্ত করলে উভয় অঞ্চলের জনগণের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার শুরু হয়। জনগণের একটি অংশ এ বিভক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। অবশেষে প্রবল আন্দোলনের মুখে ১৯৯০ সালে দুই জার্মানিকে পুনরায় একত্র করা হয়। ঠিক একইভাবে ব্রিটিশ ভারতে বঙ্গ প্রদেশকে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ এই দুই অঞ্চলে বিভক্ত করা হলে উভয় অঞ্চলের জনগণের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। মুসলমান সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে সমর্থন জানালেও কলকাতাকে কেন্দ্র করে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া জানাতে থাকে। কারণ বঙ্গভঙ্গের ফলে তাদের অর্থনৈতিক ও পেশাগত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাছাড়া কলকাতার বৃদ্ধিমান মূলধন থেকে প্রচার করা হয় যে, বঙ্গভঙ্গের অর্থ হচ্ছে ‘মাতৃভূমিকে বিভক্ত করা’। তাই বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদস্বরূপ তারা ব্রিটিশ পণ্য বর্জনে স্বদেশি আন্দোলন ও সত্ত্বাসবাদী কার্যকলাপ চালাতে থাকে। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে থাকে। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ও হিন্দুদের প্রচণ্ড বিরোধিতায় ব্রিটিশ সরকার নতি স্বীকার করে। দিল্লির রাজদরবারে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর তারা বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করে দুই বাংলাকে আবার একত্র করে।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণার মধ্য দিয়ে জার্মানির পুনরায় একত্রীকরণ ও বঙ্গভঙ্গ ঘটনার পরিণতি একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

**প্রশ্ন ৫** রফিক ও সফিক দুই ভাই। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইন্টার্ন গার্মেন্টসের মালিকানা নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। দ্বন্দ্বের এক পর্যায়ে তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, বড় ভাই রফিক গার্মেন্টস পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন এবং ছোট ভাই সফিক সংসার দেখাশোনা করবেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বড় ভাই গার্মেন্টস পরিচালনা এবং ছোট ভাই সংসার দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। কিন্তু গার্মেন্টসের আয় থেকে ছোট ভাইকে সংসার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান না করায় উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। দুই ভাইয়ের দ্বন্দ্বের কারণে বাবার প্রতিষ্ঠিত গার্মেন্টসটি ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

/সকল বো. ১৬; পূর্ণিমা লাইসেন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর/

- ক. মোহামেদান লিটারারি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
- খ. ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছিল কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্ষমতা ভাগাভাগি বাংলায় ইংরেজ শাসনামলের প্রথম দিকে গৃহীত কোন শাসনব্যবস্থাকে ইজ্জিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের ন্যায় উক্ত শাসনব্যবস্থাও বাংলার অর্থনীতিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

#### ৫নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** নবাব আবদুল লতিফ মোহামেদান লিটারারি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা।

**খ** সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছিল।

১৮৫৭ সালে সিপাহি বিপ্লব সুপরিকল্পিতভাবে এবং সুযোগ্য নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত হয়নি। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের অভাব, দুর্বল সংগঠন, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে একতার অভাব, সংহতি ও সর্বভারতীয় আদর্শের অভাব প্রভৃতি কারণে এ বিপ্লব সাফল্য লাভ করতে পারেনি। অন্যদিকে বিদ্রোহীদের তুলনায় ইংরেজরা ছিল অধিক-দক্ষ, রণকুশলী, নিষ্ঠাবান ও আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত, যা বিপ্লবীদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্ষমতা ভাগাভাগি বাংলায় ইংরেজ শাসনামলের প্রথমদিকে গৃহীত দ্বৈত শাসনব্যবস্থাকে ইজ্জিত করে।

১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে দেওয়ানি সনদের মাধ্যমে লর্ড ক্লাইভ বাংলার সম্পদ লুণ্ঠনের একচেটিয়া অধিকার প্রাপ্ত হন। আবার, নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করার জন্য ক্লাইভ এ দেশে একটি অভিনব শাসনব্যবস্থা চালু করেন, যা দ্বৈত শাসনব্যবস্থা নামে পরিচিত। এতে দেওয়ানি ও দেশ রক্ষা ব্যবস্থা থাকে কোম্পানির হাতে এবং বিচার ও শাসনভার থাকে নবাবের হাতে। উদ্দীপকেও ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভাগাভাগির এ দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।



উদ্দীপকে দেখা যায় যে, বাবার মৃত্যুর পর তার প্রতিষ্ঠিত ইস্টার্ন গার্মেন্টসের মালিকানা নিয়ে রফিক ও সফিক দুই ভাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। দ্বন্দ্বের এক পর্যায়ে তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, বড় ভাই রফিক গার্মেন্টস পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন এবং ছোট ভাই সফিক সংসার দেখাশোনা করবেন। তাদের এ ক্ষমতা ভাগাভাগির সাথে লর্ড ক্লাইভের গৃহীত দ্বৈতশাসন নীতির মিল রয়েছে। দ্বৈতশাসনের অর্থ হলো দুইজনের শাসন। এ ব্যবস্থায় বাংলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, ফৌজদারি বিচার, শান্তি রক্ষা, দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব ছিল নবাবের হাতে। অন্যদিকে বাংলার রাজস্ব আদায়, দেওয়ানি সংক্রান্ত বিচার, জমি-জায়গার বিবাদ সম্পর্কিত বিচার কোম্পানির ওপর ন্যস্ত হয়। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে পূর্ণ ক্ষমতা চলে যায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে। অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় নবাব পেল ক্ষমতাহীন দায়িত্ব আর কোম্পানি পেল দায়িত্বহীন ক্ষমতা। উদ্দীপকের দায়িত্ব ভাগাভাগির ক্ষেত্রে দ্বৈত শাসনের এ অভিনব নীতিরই প্রতিফলন ঘটেছে।

**খ** হ্যাঁ, আমি মনে করি উদ্দীপকের ন্যায় উক্ত শাসনব্যবস্থা অর্থাৎ দ্বৈত শাসনব্যবস্থাও বাংলার অর্থনীতিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, বড় ভাই রফিক গার্মেন্টস পরিচালনা এবং ছোট ভাই সফিক সংসার দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। কিন্তু গার্মেন্টসের আয় থেকে ছোট ভাইকে সংসার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান না করায় উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। দুই ভাইয়ের দ্বন্দ্বের কারণে বাবার প্রতিষ্ঠিত গার্মেন্টসটি ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অনুরূপভাবে লর্ড ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈত শাসনব্যবস্থার ফলে বাংলার অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উদ্দীপকের দুই ভাইয়ের দ্বন্দ্বের কারণে যেমন তাদের বাবার প্রতিষ্ঠিত গার্মেন্টসটি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ঠিক একইভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বৈতশাসনের নির্মম বলি হচ্ছে বাংলার অর্থনৈতিক জীবন। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে নায়েব, সুবাদের উৎপীড়ন, অত্যাচার ও জোরজবরদস্তিতে বাংলায় চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। এ ব্যবস্থার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ইংরেজ বণিকদের একচেটিয়া প্রভাব এবং দস্তকের ব্যাপক অপব্যবহারে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে দেশীয় বণিকেরা তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নিতে থাকে। দ্বৈত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে বাংলার রেশম শিল্প ও তাঁতশিল্পের ধ্বংস সাধিত হয়। তাছাড়া এ ব্যবস্থার ফলে বাংলায় আলিমদার প্রথার উদ্ভব ঘটে। এ আলিমরা বিভিন্ন খাতে বাড়তি কর আদায় করত, যা জনগণের অর্থনৈতিক জীবনকে চরমভাবে বিপর্যস্ত করে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের মতোই দ্বৈত শাসনব্যবস্থা বাংলার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডকে ভেঙে দিয়েছিল, যার চূড়ান্ত পরিণতি ছিল বাংলার মহাদুর্ভিক্ষ বা ছিয়াত্তরের মরসুম।

**প্রশ্ন ৬** বাসির উদ্দিন মোল্লা অগাধ ধন-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। কিন্তু তিনি অপুত্রক হওয়ায় তার সমস্ত সম্পত্তি মৃত্যুর পূর্বে মেয়ের জামাই হাবুন মিয়াকে উইল করে দিয়ে যান। হাবুন মিয়া চরাঞ্চলের একজন উচ্চ শিক্ষিত মানুষ হলেও তার এলাকায় কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। তাই হাবুন মিয়া প্রাপ্ত অর্থ ব্যয়ে স্বশুরের নামে একটি কলেজ, মায়ের নামে একটি মাদ্রাসা এবং নিজের নামে একটি স্কুল অত্র-এলাকায় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি গরিব ও মেধাবী ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার জন্য বৃত্তিরও ব্যবস্থা করেন।

(সকল বোর্ড ২০১০)

- ক. হাজি মুহম্মদ মোহসিনের পূর্বপুরুষেরা কোথাকার অধিবাসী ছিলেন? ১
- খ. ঔপনিবেশিক যুগে বাংলার মুসলিম সমাজে শিক্ষা সংস্কার প্রয়োজন হয়েছিল কেন? ব্যাখ্যাসহ লেখো। ২
- গ. উদ্দীপকের বাসির উদ্দিন মোল্লার সাথে হাজি মুহম্মদ মোহসিনের কোন আত্মীয়ের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে হাবুন মিয়ার কর্মকাণ্ডের আলোকে হাজি মুহম্মদ মোহসিনের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

#### ৬নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** হাজি মুহম্মদ মোহসিনের পূর্বপুরুষেরা পারস্যের অধিবাসী ছিলেন।

**খ** ঔপনিবেশিক যুগে বাংলার মুসলিম সমাজে বিদ্যমান নানা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস তাদেরকে উন্নয়নের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, তাই তখন শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা হারিয়ে বাঙালি জাতি এক অনিশ্চয়তার অন্ধকারে নিপতিত হয়। মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ফলে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে দেখা দেয় পশ্চাৎপদতা, অনগ্রসরতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার প্রভৃতি। তাই এ সময়ে বাংলার জনগণকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য সমাজে শিক্ষা সংস্কার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

**গ** উদ্দীপকের বাসির উদ্দিন মোল্লার সাথে হাজি মুহম্মদ মোহসিনের বৈপিণ্ডেয় বোন মনুজানের মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে বাসির উদ্দিন মোল্লা যেমন তার অগাধ সম্পত্তি মৃত্যুর পূর্বে মেয়ের জামাই হাবুন মিয়াকে উইল করে যান তেমনি মনুজানও তার সকল সম্পত্তি হাজি মুহম্মদ মোহসিনকে দিয়ে যান।

হাজি মুহম্মদ মোহসিনের মাতা জয়নব খানমের তার পিতা হাজি ফয়জুল্লাহর সাথে বিয়ে হওয়ার পূর্বে আগা মোতাহার বলে একজন ধনাঢ্য ইরানি ব্যবসায়ীর সাথে বিয়ে হয়েছিল। মনুজান ছিলেন আগা মোতাহারের ঔরসজাত সন্তান। হুগলি, যশোর, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া অঞ্চলে আগা মোতাহারের বিস্তীর্ণ জায়গির ভূমি ছিল। তিনি তার এ ভূ-সম্পত্তি তার একমাত্র সন্তান মনুজানের নামে উইল করে দেন। তাছাড়া মনুজানের স্বামী হুগলির নায়েব-ফৌজদার সালাউদ্দিনের বিপুল সম্পত্তি ছিল। স্বামীর অকাল মৃত্যুতে মনুজান তার সম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী হন। বিধবা নিঃসন্তান মনুজান তার এ বিশাল ধন সম্পত্তি তদারকি ও পরিচালনার জন্য তার ভাই হাজি মুহম্মদ মোহসিনকে অনুরোধ করেন। বোনের অনুরোধে সাড়া দিয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন। ১৮০৩ সালে মনুজানের মৃত্যুর পর হাজি মুহম্মদ মোহসিন তার সৈয়দপুর জমিদারিসহ সমস্ত সম্পত্তির মালিক হন। আর এসব সম্পত্তি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করেন।

**ঘ** উদ্দীপকের হাবুন মিয়ার মতো হাজি মুহম্মদ মোহসিনও শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।

মোহসিন সকল ধর্মের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সাহায্য করতেন। তার টাকায় হুগলি, ইমামবাড়া, কলেজ, মাদ্রাসা ও ছাত্রাবাস তৈরি হয়। তিনি নিজের প্রয়োজনের জন্য সামান্য অর্থ রেখে বাকি অর্থ গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। ১৭৬৯-১৭৭০ সালের সরকারি রেকর্ডপত্রে হাজি মুহম্মদ মোহসিনকে একজন মানব হিতৈষী ব্যক্তিরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। হাজি মুহম্মদ মোহসিন যেমন শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং গরিব ও মেধাবী ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেন, ঠিক একইভাবে হাবুন মিয়াও পশ্চাৎপদতা, অনগ্রসরতা দূর করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। হাবুন মিয়া যে জনহিতৈষী কাজ করেছেন হাজি মুহম্মদ মোহসিনকে তার আদর্শ মানব বলা যায়। তার কর্মকাণ্ড মোহসিনের কৃতিত্বকে নতুনভাবে তুলে ধরেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকে হাবুন মিয়া ভিন্ন আঙ্গিকে হাজি মুহম্মদ মোহসিনের কৃতিত্ব তুলে ধরেছে। তার কর্মকাণ্ড মোহসিনের কৃতিত্বের যথার্থ উদাহরণ।

**প্রশ্ন ৭** ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষে সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে এটাকে সিপাহি বিদ্রোহ বললেও আমরা বলি প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

(নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ)

- ক. হাজি শরিয়ত উল্লাহর পরিচালিত সংস্কার আন্দোলন কী নামে পরিচিত? ১
- খ. প্রাচীন কালে অনেকেই বাংলা অঞ্চলে ব্যবসা করতে এসেছিল কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে বিদ্রোহ ছিল প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম— ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী উক্ত সংগ্রামকে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে বিদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করেছিল— ব্যাখ্যা করো। ৪

#### ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** হাজি শরিয়ত উল্লাহর পরিচালিত সংস্কার আন্দোলনকে ফরায়েজি আন্দোলন বলা হয়।



খ প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ বিশেষ করে বাংলা অঞ্চল ছিল ধন সম্পদে পরিপূর্ণ। এ অঞ্চল ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম অর্থী, মানুষের জীবনযাপনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই তখন গ্রামে পাওয়া যেত। তাছাড়া এ উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলও নানা ধরনের বাণিজ্যিক পণ্য, মসলার জন্য বিখ্যাত ছিল। এসব পণ্যের আকর্ষণেই অনেকে এদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে এসেছে।

গ উদ্দীপকের বিদ্রোহ অর্থাৎ, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহই ছিল ভারত উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

মূলত ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লব সিপাহীদের বিদ্রোহের মাধ্যমে সূচিত হলেও ক্রমে তা সারা ভারতে বিস্তার লাভ করতে থাকে। ফিরোজপুর, মুজাফফরপুর ও আলীগড়ের সিপাহিরা বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিল। এই বিপ্লবে সাধারণ জনগণও অংশগ্রহণ করে। সিপাহিরা দিল্লিতে উপস্থিত হয়ে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরকে তাদের নেতা হিসেবে মেনে নেয় এবং ভারতের সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন। অযোধ্যা ও উত্তর প্রদেশেও এই বিপ্লব তীব্র আকার ধারণ করে। আর বারানসী, আজমীর, গুজরাট, লক্ষৌ, মিরাত, জৈনপুর, বিহার ও ঢাকা অঞ্চলেও এ আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সমাজের সকল স্তরের জনগণ এ আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বুকে দাঁড়ায়। ফলে খোদ ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, এত বড় ভারতবর্ষকে শুধু একটি কোম্পানির হাতে রাখা ঠিক হবে না। তাই, ভারতের শাসনভার মহারানি ভিক্টোরিয়ার হাতে ন্যস্ত করা হয়। ভারতে একজন গভর্নর জেনারেল ও একজন ভাইসরয় নিযুক্ত করা হয়। অর্থাৎ, বিপ্লবের পরে ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে এবং ব্রিটিশ শাসনের সূচনা হয়। ফলে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনে ব্যাপৃত হয়। এভাবে ১৮৫৭ সালের বিপ্লব ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপলাভ করেছিল। আর এই বিপ্লবের মাধ্যমেই ভারতের স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত হয়।

ঘ ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী উক্ত সংগ্রামকে অর্থাৎ, ১৮৫৭ সালের সংগ্রামকে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে বিদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করেন। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জুনের পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজ্যবিস্তার, একের পর এক দেশীয় রাজ্যগুলো নানা অজুহাতে দখল, দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে ভীতি, অসন্তোষ ও তীব্র ক্ষোভের জন্ম দেয়। লর্ড ডালহৌসি স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে সাতারা, ঝাঁসি, নাগপুর, সম্বলপুর প্রভৃতি ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এই নীতি প্রয়োগ করে কর্ণাটের নবাব ও তাজোরের রাজার দত্তকপুত্র এবং পেশওয়ার দ্বিতীয় রাজা বাজিরাওয়ের দত্তকপুত্র নানা সাহেবের ভাতা বন্ধ করা হয়। এসব ঘটনায় দেশীয় রাজন্যবর্গ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। তাছাড়া ডালহৌসি কর্তৃক দিল্লি সম্রাটের পদ বিলুপ্ত করায় সম্রাট পদ থেকে বঞ্চিত দ্বিতীয় বাহাদুর শাহও ক্ষুব্ধ হয়।

মূলত উল্লিখিত রাজনৈতিক কারণগুলোকে কেন্দ্র করেই ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামকে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে বিদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করেছিল।

প্রশ্ন ৮ ব্রিটিশ ভারতের একজন বিখ্যাত লর্ড ১৯০৫ সালে বাংলাকে দু'ভাগে ভাগ করে দুটি রাজধানী নির্ধারণ করে দেন। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। তবে এ বিভক্তিকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্প্রীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। মুসলিম লীগ এ বিভক্তির পক্ষে এবং কংগ্রেস এ বিভক্তির বিপক্ষে অবস্থান নেয়।

(নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ)

- ক. কত সালে ভারত উপমহাদেশ ভাগ হয়? ১
- খ. সৈয়দ আমীর আলীর পরিচয় দাও। ২
- গ. উদ্দীপকে পাঠ্যপুস্তকের যে ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে তার পটভূমি ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. ব্রিটিশ ভারতের এ বিভক্তির প্রশাসনিক ও সামাজিক কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশ ভাগ হয়।

খ উনিশ শতকের শেষার্ধ্বে বাংলার মুসলিম সমাজের নবজাগরণে যেসব মনীষীর অবদান সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাদের মধ্যে সৈয়দ আমীর আলী অন্যতম। তিনি ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ৬ এপ্রিল হুগলির এক সম্মত শিয়া পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি ও ইতিহাসে এম. এ. পাশ করে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলেত গমন করেন। তিনি ব্রিটিশদের কাছ থেকে মুসলমানদের দাবি-দাওয়া আদায়ে ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় 'Central National Mohammedan Association' নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তিনি মুসলিম সমাজের উন্নয়নে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। অবশেষে ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইংল্যান্ডে মৃত্যুবরণ করেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত ব্রিটিশ শাসনামলের ঐতিহাসিক ঘটনা বঙ্গভঙ্গের মিল রয়েছে।

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ঔপনিবেশিক শাসনামলে ব্রিটিশ শাসকদের 'ভাগ কর শাসন কর' নীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো বঙ্গভঙ্গ। ভারতে নিযুক্ত তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন প্রশাসনিক সুবিধার কথা চিন্তা করে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর তদানীন্তন বঙ্গ প্রেসিডেন্সিকে দুটি ভাগে ভাগ করেন। তার এ কর্মকাণ্ডেরই সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ করা যায় উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় লর্ড কার্জন ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় হয়ে এসে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করেন। কারণ বাংলা প্রদেশ ছিল ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ। এর আয়তন ছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে ৭ কোটি। ফলে প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দিত। এছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় আর্থ-সামাজিক সুবিধাটি নিশ্চিত করা এবং ব্রিটিশদের Divide and Rule Policy-এর বাস্তবায়ন করার জন্য এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে নস্যাক্ত করার জন্য লর্ড কার্জন বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করে দুটি প্রদেশে রূপান্তরিত করেন, যা বঙ্গভঙ্গ হিসেবেই সমধিক পরিচিত। এ পরিকল্পনা অনুসারে বাংলাকে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগ (দার্জিলিং বাদে জলপাইগুড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মালদাহ জেলাসহ) এবং আসাম নিয়ে 'পূর্ব-বাংলা ও আসাম' নামে একটি নতুন প্রদেশ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঢাকাকে নতুন প্রদেশের রাজধানী করা হয় এবং এর শাসনভার অর্পণ করা হয় স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের ওপর। কলকাতাকে রাজধানী করে অবিভক্ত বাংলার অন্যান্য অংশ নিয়ে 'বঙ্গ প্রদেশ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাই ব্রিটিশ ভারতের বঙ্গভঙ্গেরই ইঙ্গিত দেয়।

ঘ ব্রিটিশ ভারতের এ বিভক্তি অর্থাৎ, বঙ্গভঙ্গের পেছনে প্রশাসনিক ও সামাজিক কারণ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

লর্ড কার্জনসহ মেকেলে, রিজলে প্রমুখ ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের ভাষ্যমতে মূলত প্রশাসনিক কারনেই বঙ্গভঙ্গ করা হয়েছিল। তাদের যুক্তি বাংলা ছিল ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ। ফলে যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার বেহালদশা প্রভৃতি কারণে একজন গভর্নরের পক্ষে এই বিশাল প্রদেশের সুষ্ঠু শাসন কাজ পরিচালনা করা ছিল প্রায় অসম্ভব। এবূপ একটি বাস্তবতার মধ্যে লর্ড কার্জন দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রশাসনিক সুবিধার জন্যই বঙ্গ প্রদেশের বিভক্তির উদ্যোগ নিয়েছিলেন বলে সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পিছনে আর্থ-সামাজিক কারণও ক্রিয়াশীল ছিল বলে অনেক পণ্ডিত মনে করেন। বস্তুত কলকাতা ছিল বাংলার প্রাণকেন্দ্র। এককথায় কলকাতাকে ঘিরেই বাংলার সকল প্রকার অর্থনৈতিক, শিক্ষা, যোগাযোগ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। ফলে পূর্ববাংলা থাকে চরম অবহেলিত। অর্থনৈতিক দিক থেকে কলকাতা ক্রমশ উন্নত হতে থাকে এবং পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক অবনতি ঘটে। এই অবস্থায় ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার মুসলমানদের বোঝাতে চেষ্টা করে যে, বঙ্গভঙ্গের ফলে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে, তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসেবে স্বার্থ সংরক্ষিত হবে। এ কারণে মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন জানায়।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, বঙ্গভঙ্গের পিছনে প্রশাসনিক ও আর্থ-সামাজিক কারণ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। মূলত বঙ্গভঙ্গের জন্য আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক এ দুটো কারণই যৌক্তিক ছিল।



**প্রশ্ন ৯** বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসনের ইতিহাস পড়ে রিফাত জানতে পারলো ইংরেজ বণিকরা ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিল বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এক সময় তারা রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। প্রায় দেড়শ বছরের তৎপরতার পর বাংলায় ব্রিটিশ শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার নবাব এ সময় নামে মাত্র সিংহাসনাধিকারী ছিলেন। তার কোনো ক্ষমতাই ছিল না।

[কল্পবাজার সিটি কলেজ]

- ক. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১
- খ. ঔপনিবেশিক যুগে বাংলায় মুসলিম শিক্ষার সংস্কার প্রয়োজন হয়েছিল কেন? ২
- গ. ব্রিটিশরা বাংলায় যে কোম্পানি গঠন করেছিল এর দেওয়ানি লাভের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. কোম্পানির দেওয়ানি লাভে লর্ড ক্লাইভের ভূমিকা তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** অ্যালান অস্টাভিয়ান হিউম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন।

**খ** সৃজনশীল ৬ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**গ** ব্রিটিশরা বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করেছিল। এ কোম্পানির দেওয়ানি লাভের তাৎপর্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ইংরেজদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভ একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ব্রিটিশ শাসকেরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলায় প্রেরণ করলে ধীরে ধীরে এ কোম্পানি রাজনীতিতে ও হস্তক্ষেপ শুরু করে। যার অন্যতম উদাহরণ ১৭৬৫ সালে ইস্ট কোম্পানির দেওয়ানি লাভ। এই দেওয়ানি লাভের ফলে বাংলায় ব্রিটিশ শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উদ্দীপকে অনুরূপ ঘটনা বিদ্যমান।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভ বাংলার ইতিহাসে এক মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। এটি ছিল কোম্পানির এক বড় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিজয়। পি ই রবার্টস বলেন, "বাংলার বিখ্যাত দেওয়ানি লাভ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ক্ষেত্রে কোম্পানির প্রথম পদক্ষেপ ছিল।" এর ফলে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আইনত ও কার্যত বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী হয় এবং দেওয়ানি অবস্থা থেকে রক্ষা পায়। দেওয়ানি লাভের মধ্য দিয়ে কোম্পানি বাংলায় দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করায় বাংলার অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তবে এর ফলে কোম্পানি এবং কোম্পানি কর্মচারীদের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এই দেওয়ানি শাসনের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী পর্যায়ে প্রথমে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা এবং পরে সমগ্র ভারতে কোম্পানির রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বিস্তার ঘটে।

**ঘ** কোম্পানির দেওয়ানি লাভে রবার্ট ক্লাইভের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের অগ্রপথিক ও দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তক রবার্ট ক্লাইভ। ইস্ট কোম্পানির দেওয়ানি লাভে তার অবদান অসামান্য। তার অপরিসীম ভূমিকার ফলে ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করে।

ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের ঘটনার সাথে রবার্ট ক্লাইভ নামটি সর্বাঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৭৬৫ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন করে এলাহাবাদে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। অসহায় নবাব সাজাউদ্দৌলার নিকট থেকে প্রাপ্ত দুটি জেলা কারা ও এলাহাবাদ এবং বার্ষিক ২৬ লাখ টাকার বিনিময়ে ক্লাইভ দিল্লির সম্রাট হয়। শাহ আলমের নিকট থেকে এলাহাবাদের চুক্তি অনুযায়ী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন। পরবর্তীতে অন্য একটি চুক্তির ভিত্তিতে ক্লাইভ নবাবক নবাব নাজিমউদ্দৌলাকে বাংলার শাসনকার্য পরিচালনার জন্য বার্ষিক ৫৩ লাখ টাকা প্রদানে সম্মত হন। যার বিনিময়ে অত্র অঞ্চলে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব কোম্পানির ওপর ন্যস্ত করতে ক্লাইভ নবাবকে বাধ্য করেন। এভাবে কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করে রাজস্ব বিভাগে পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করে।

পরিশেষে বলা যায়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভে রবার্ট ক্লাইভের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**প্রশ্ন ১০** বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জার্মানির পশ্চিমাঞ্চলের জনগণের চেয়ে পূর্বাঞ্চলের জনগণ অনুন্নত ও অবহেলিত ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের শাসকগোষ্ঠীর বৈরী মনোভাব আর পূর্বাঞ্চলের জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পূর্ব জার্মানি ও পশ্চিম জার্মানি নামে দুটি রাষ্ট্র জন্মলাভ করে। এ বিভক্তির ফলে উভয় দেশের জনগণের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। জনগণের একটি অংশ এ বিভক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। অবশেষে প্রবল আন্দোলনের মুখে দুই জার্মানিকে পুনরায় একত্রিত করা হয়।

[কল্পবাজার সিটি কলেজ]

- ক. মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
- খ. একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণীয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুই জার্মানির বিভক্তি ব্রিটিশ বাংলার কোন ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. জার্মানির পুনরায় একত্রীকরণ ও উক্ত ঘটনার পরিণতি কি একই ছিল? মতামত দাও। ৪

#### ১০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা নবাব আব্দুল লতিফ।

**খ** বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণীয় হয়ে আছে।

একুশে ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বের মানুষের কাছে একটি স্মরণীয় দিন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এই দিনে বাংলাকে মাতৃভাষা করার দাবিতে বাঙালি জাতি সরকারের জারি করা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় নেমে আসে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষার দাবিতে মিছিলরত জনগণের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ফলে রফিক, শফিক, জক্বারসহ বেশ কয়েকজন নিহত হয়। পৃথিবীতে বাঙালিই একমাত্র জাতি যারা ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে। তাই একুশে ফেব্রুয়ারিকে স্মরণীয় করে রাখতে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো মহান একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

**গ** সৃজনশীল ৪ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** সৃজনশীল ৪ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ১১** ইউনেস্কোর মতে, দুই জার্মানিকে বিভক্তকারী বার্লিন প্রাচীর নির্মাণ ও তা ভেঙে ফেলা জার্মানির একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এ ঘটনায় প্রথমে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম হয় পরে একটি শ্রেণির আন্দোলনের কারণে ১৯৯০ সালে চুক্তির মাধ্যমে দুই জার্মানি আবারও একত্রিত হয়।

[আব্দুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী]

- ক. হাজি মুহম্মদ মোহসিন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? ১
- খ. '১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ছিল জাতীয় অভ্যুত্থান'— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জার্মানির বিভক্তি ব্রিটিশ বাংলার কোন ঘটনাকে মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের মতো উক্ত ঘটনার পরিণতি কি একই হয়েছিল? বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ১১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** হাজি মুহম্মদ মোহসিন বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুগলিতে জন্মগ্রহণ করেন।

**খ** ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ছিল জাতীয় অভ্যুত্থান- উক্তিটি যথার্থ। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ছিল জাতীয় সংগ্রাম বা স্বাধীনতার সংগ্রাম। এ বিদ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপ্রার্থক্য থাকলেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই ভারতের সর্বস্তরের শোষিত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের ক্ষোভ ও অসন্তোষ সর্বপ্রথম প্রকাশ লাভ করে। ব্রিটিশ সরকার এবং অনেক ইংরেজ ঐতিহাসিক এ বিদ্রোহকে খাটো করে দেখলেও বাস্তবে এ বিপ্লব ছিল জাতীয় অভ্যুত্থান এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

**গ** সৃজনশীল ৩নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

**ঘ** সৃজনশীল ৩নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।



**প্রশ্ন ১২** মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত ও শোষিত না হলে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে না। ইংরেজরা ভারতীয়দের ওপর যে রাজস্ব নীতি গ্রহণ করেছিল তাতে কৃষকদের অর্থনৈতিক মেবুদণ্ড ভেঙে পড়ে। ফলে কৃষকরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এছাড়া খাজনা বৃদ্ধি, পথকর, জলকর আরোপের কারণে ভারতীয়রা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

(কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা)

- ক. মুহাম্মদ বিন কাসিম কত খ্রিস্টাব্দে মুলতান জয় করেন? ১
- খ. সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ বর্ণনা করো। ২
- গ. উদ্বীপকে ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের যে কারণটির প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
- ঘ. নানা কারণে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ব্যর্থতার পর্যবসতি হয়- বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** মুহাম্মদ বিন কাসিম ৭১৩ খ্রিস্টাব্দে মুলতান জয় করেন।

**খ.** হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট সিংহলরাজের প্রেরিত আটটি জাহাজ সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হওয়ায়ই ছিল আরবদের সিন্ধু আক্রমণের প্রত্যক্ষ কারণ।

অষ্টম শতাব্দীর শুরুর দিকে সিংহলরাজ আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ আটটি জাহাজে করে খলিফা আল ওয়ালিদ ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করেন। কিন্তু সেগুলো সিন্ধুর দেবল বন্দরে লুণ্ঠিত হলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ রাজা দাহিরের নিকট এর ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। রাজা দাহির তা আদায়ে অস্বীকৃতি জানান। ফলে তিনি তাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য খলিফার অনুমতি নিয়ে সিন্ধুতে অভিযান পরিচালনা করেন।

**গ.** উদ্বীপকে ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের অর্থনৈতিক কারণের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

ইংরেজ শাসনের একশ বছরে মহাজন, নীলকর, জমিদার ও কোম্পানির কর্মচারীদের অত্যাচার, শোষণ, নির্যাতন এ বিপ্লবের অর্থনৈতিক পটভূমি প্রস্তুত করে। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভূমিনীতির ফলে বহু ভূ-সম্পত্তির মালিক তাদের সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব প্রমাণ করতে না পারায় সম্পত্তি হারিয়ে ইংরেজ কোম্পানির শাসনের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। ইংরেজদের ভূমি রাজস্ব নীতির নামে ধ্বংস করা হয় দরিদ্র কৃষকের অর্থনৈতিক মেবুদণ্ড। অতিরিক্ত কর ধার্যকরণ ও নানা অত্যাচারে জর্জরিত কৃষক বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

ব্রিটিশরা বাজার দখলের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ব্রিটেন থেকে আমদানি করতে থাকে। ফলে দেশীয় শিল্প ধ্বংস হতে থাকে এবং দেশীয় অর্থনীতিতে মারাত্মক বিপর্যয় নেমে আসে। এছাড়া, ইংরেজ শাসনামলে খাজনা বৃদ্ধি, চৌকিদারি কর, পথকর, জলকর, যানবাহনের ওপর কর ইত্যাদি নানা রকম কর আরোপের ফলে ভারতীয়রা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সুতরাং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত জনগণ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে যোগ দেয়। উদ্বীপকে লক্ষণীয় যে, ইংরেজ শাসনামলে গৃহীত রাজস্ব নীতি ও অর্থনৈতিক শোষণের প্রতিবাদে ভারতীয়রা একটি মহাবিদ্রোহের সূচনা করে। যা ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্বীপকে ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের অর্থনৈতিক কারণটির প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

**ঘ.** ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব ব্যাপকতা লাভ করলেও নানা কারণে এ মহাবিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও সংগঠনের অভাব, উপযুক্ত নেতা ও সর্বভারতীয়দের সমর্থনের অভাব, সামরিক প্রশিক্ষণ ও রসদের অভাব, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নৌ-বাহিনী ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব এবং দেশীয় স্বার্থান্বেষী জমিদারদের অসহযোগিতার ফলে সুসংঘটিত ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ সফলতা লাভ করতে পারেনি।

ইংরেজ সরকার অত্যন্ত কঠোরভাবে এ বিদ্রোহ দমন করে। ইংরেজ সেনাপতি নিকলসন ১৮৫৩ সালে দিল্লি অধিকার করেন এবং সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেজ্ঞানে নির্বাসন দেয়া হয়। বিপ্লবীদের মধ্যে আদর্শ ও একতার অভাবই এ বিপ্লবের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। বিপ্লবীরা ভারতের সকল শ্রেণি ও সকল অঞ্চলের সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করতে পারেনি। উপরন্তু ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব তাদের বিজয়ে সাহায্য করেছিল। এর পাশাপাশি বিপ্লবীদের মধ্যে সুযোগ্য নেতার অভাব বিপ্লবের

ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ। ঝাঁসির রাণী, তাঁতিয়া তোপী, আহমদউল্লাহ প্রমুখ নেতাও অদূরদর্শীতার পরিচয় দিয়েছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতার পিছনে এ সকল কারণ অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে।

**প্রশ্ন ১৩** মুর্শিদাবাদ পরগনার রাজা চাণক্য শাসন পরিচালনায় নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হন। সমতলে সাধারণ বাঙালি কৃষক প্রজা, পাহাড়ে ত্রিপুরাসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র উপজাতি প্রজার বসবাস। একদিকে হিন্দু, মুসলিম ও পাহাড়িদের ধর্মীয় বিরোধ, অন্যদিকে স্বাধীনতা প্রজায় জমিদারি প্রথা বিরোধী হিংসাত্মক আন্দোলন তাকে ব্যতিব্যস্ত করে ফেলে। জমিদার বিরোধী আন্দোলন প্রশমনের জন্য তিনি কৌশলে প্রজাদের পরগনা বিভক্তিকে সমর্থন করলেও আরেক দল এর তীব্র প্রতিবাদ করে। পরিশেষে তিনি পরগনা ভাগের সিদ্ধান্ত বাতিল করে।

(বি এ এম শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম)

- ক. 'দারুল হারব' অর্থ কী? ১
- খ. মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি কেন গঠন করা হয়? ২
- গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত কোন প্রশাসনিক পদক্ষেপের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'উদ্বীপকের মতো ব্রিটিশ সরকারের উক্ত পদক্ষেপের প্রতি ও জনগণের প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র। - বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** 'দারুল হারব' অর্থ বিধর্মীর রাজ্য।

**খ.** সৃজনশীল ও এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**গ.** উদ্বীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের গৃহীত বঙ্গভঙ্গের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের একটি চিরায়ত নীতি হলো 'ভাগ কর ও শাসন কর নীতি'। নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে তারা শাসনাধীন অঞ্চলকে ভাগ করার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনার মূলে কুঠারাঘাত করত। এভাবে তাদের অন্যান্য শাসনকে আরও স্থায়ী করার চেষ্টা চালাত। উদ্বীপকেও ব্রিটিশদের এমনই একটি কর্মকাণ্ড তথা বঙ্গভঙ্গের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে।

উদ্বীপকের মুর্শিদাবাদ পরগনার রাজা চাণক্য শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের জমিদার বিরোধী আন্দোলনের সম্মুখীন হন। এ বিরোধ প্রশমনের জন্য তিনি কৌশলে জনগণের মধ্যে ধর্মীয় বিরোধ উদ্বেক দিয়ে পরগনাকে দুইভাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। অনুবৃত্তভাবে ব্রিটিশ সরকার ভারতের জনগণের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সম্মুখীন হয়। বিশ শতকের শুরুর দিকে ভারতে সে ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা। তাই ব্রিটিশ সরকার বাংলাকে বিভক্ত করে বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি নষ্ট, কংগ্রেস ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির আধিপত্য ধ্বংস করে তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে দুর্বল করার চেষ্টা করে। আর উদ্বীপকেও এ ঘটনার প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

**ঘ.** উদ্বীপকের মতো ব্রিটিশ সরকারের উক্ত পদক্ষেপ অর্থাৎ, বঙ্গভঙ্গের প্রতিও জনগণের প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র— উক্তিটি সম্পূর্ণরূপে সঠিক।

উদ্বীপকে লক্ষ করা যায় যে, মুর্শিদাবাদ পরগনার রাজা চাণক্য তার অধিভুক্ত পরগনাকে দুইভাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। একদল মানুষ এ বিভক্তিকে সমর্থন করলেও আরেকদল এর তীব্র প্রতিবাদ করে। ঠিক একইভাবে ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধেও বাংলার হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গের ফলে বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিপরীত প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। বাংলার মুসলমানগণ বঙ্গভঙ্গের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তা সাদরে গ্রহণ করেছিল। কেননা, এর মধ্যে তাঁরা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ, উন্নতি এবং একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভের সম্ভাবনা দেখতে পায়। হিন্দুদের প্রতিবাদ প্রতিরোধের মুখে সরকার যেন বঙ্গভঙ্গ বাতিল না করে সে জন্য মুসলিম লীগসহ নানা সংগঠনের ব্যানারে ঐক্যবন্ধ হয়ে তাদের দাবি উত্থাপন করতে থাকে। অন্যদিকে বঙ্গভঙ্গের প্রতি হিন্দুসমাজ ও কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া ছিল তীব্র ও নেতিবাচক। পুঁজিপতি, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, জমিদার স্বার্থরক্ষায় এবং জাতীয় ঐক্যের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। তাছাড়া হিন্দুরা মনে করেছিলেন, নতুন প্রদেশে



মুসলমান জনগণের রাজত্ব হবে, আর বাঙালি হিন্দুরা হয়ে পড়বে সংখ্যালঘু। কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহল থেকে প্রচার করা হয় যে, বঙ্গভঙ্গের অর্থ হচ্ছে 'মাতৃভূমিকে বিভক্ত করা'। এ সকল কারণে বঙ্গভঙ্গের প্রতি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে কংগ্রেস একে রদ করার জন্য প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বঙ্গভঙ্গের প্রতি মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া ছিল ইতিবাচক। অন্যদিকে হিন্দুরা এর বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আন্দোলন শুরু করে। শেষ পর্যন্ত হিন্দুদের তীব্র আন্দোলনের মুখে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।

**প্রশ্ন ১৪** পবিত্র হজ পালনের জন্য জনাব শিহাব সাহেব সৌদি আরবে গমন করেন। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসেবে সেদেশের মানুষের ধর্মীয় অনুশাসন ও আচার আচরণ তিনি নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। স্বদেশে ফিরে এসে দেখেন, মানুষ নানাবিধ ধর্মীয় গোড়ামি ও কুসংস্কারে লিপ্ত। তিনি এসব বিপথগামী মুসলমানকে ইসলামের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। এর ফলে মানুষের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে।

[বি এ এক শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]

- ক. দুদু মিয়ার প্রকৃত নাম কী? ১
- খ. দ্বৈত শাসন বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের সাথে কোন ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত আন্দোলন ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হয় বলে তুমি কি মনে কর? তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** দুদু মিয়ার প্রকৃত নাম মোহসেন উদ্দিন আহমেদ দুদু মিয়া।

**খ.** সৃজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**গ.** উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের সাথে হাজি শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনগুলোর মধ্যে ফরায়েজি আন্দোলন ছিল অন্যতম। ইসলামের নানা অনৈসলামিক রীতিনীতি বন্ধকরণ এবং মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে হাজি শরীয়তুল্লাহ আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি মুসলমানদের কুসংস্কার ও নীতিবর্জিত কার্যকলাপ বন্ধের জন্য এ আন্দোলনের সূচনা করেন। উদ্দীপকের শিহাব সাহেবের কর্মকাণ্ডেও এ আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকের শিহাব সাহেব সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরে এসে দেশের জনগণের মধ্য থেকে নানা কুসংস্কার ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড দূরীকরণের লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তোলেন। একইভাবে হাজি শরীয়তুল্লাহ তৎকালীন মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান কবরপূজা, পিরপূজা, উরস, মানতের মতো নানা ধর্মীয় কুসংস্কার ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখে উদ্ভিগ্ন হয়ে পড়েন। এছাড়াও তিনি লক্ষ করেন যে, নতুন সৃষ্টি জমিদার শ্রেণি কর্তৃক মুসলমানগণ নির্যাতনের শিকার হন। হিন্দুদের পূজায় ও জমিদার সন্তানদের বিদেশে শিক্ষালাভের জন্য মুসলমানদের চান্দা দিতে হতো। এমনকি মুসলমানদের দাড়ি রাখার ওপর কর ধার্য করা হয়। এসব দেখে তিনি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের সংগঠিত করেন, যা ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের শিহাব সাহেবের ধর্মীয় আন্দোলনে বাংলার ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

**ঘ.** উদ্দীপকের সংস্কার আন্দোলনের মতো উক্ত আন্দোলন অর্থী, ফরায়েজি আন্দোলন ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হয় বলে আমি মনে করি।

হাজি শরীয়তুল্লাহ ছিলেন একাধারে ধর্মীয় নেতা, সমাজসংস্কারক, রাজনৈতিক নেতা এবং সর্বোপরি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। তিনি লক্ষ করেন যে, বাংলার মুসলমান সমাজ নানাবিধ কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতি-নীতিতে আচ্ছন্ন। তাছাড়া জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারেও মুসলমানদের জীবন ছিল দুর্বিষহ। ফলে তিনি একদিকে যেমন তদানীন্তন মুসলিম সমাজকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার প্রয়াস চালান অপরদিকে তিনি তাদের সামাজিক বৈষম্য ও

জুলুমের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চালালেন। এটাকে অনেক ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক সংগ্রাম হিসেবেও বর্ণনা করেছেন। এ আন্দোলনের মাধ্যমে ফরায়েজিদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরিত হয় এবং সমাজে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। এসময় মুসলিম সমাজে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। এর মাধ্যমে তারা রাজনৈতিক অধিকার সচেতন হয়ে উঠে। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, পূর্ব বাংলার জনগণ যখন সামাজিক অর্থনৈতিকভাবে ইংরেজ শাসনের যাতাকলে পিষ্ট ছিল তখন তারা ধর্মীয়ভাবে ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল বলে হাজি শরীয়তুল্লাহ মনে করতেন। তাই তিনি প্রথমে তাদেরকে ধর্মীয় কুসংস্কারমুক্ত করে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার পথ প্রসারিত করতে মনোযোগ দেন। ফলে উক্ত আন্দোলন ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হয়।

**প্রশ্ন ১৫** জ্ঞান অরেষী হাজী আহমেদ তার এলাকার শিক্ষার সুযোগ তৈরি ও শিক্ষার প্রসারের এবং জনহিতকর কার্যে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে নিজের বিশাল সম্পত্তি ওয়াকফ করে দেন। এ ওয়াকফকৃত সম্পত্তি হতে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ফান্ড গঠন করা হয়। তার এ উদ্যোগে গরিব ও মেধাবী ছাত্ররা সুযোগ পায় এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়।

[আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

- ক. তিতুমীরের প্রকৃত নাম কী ছিল? ১
- খ. দ্বৈত শাসন কী? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আহমেদের কর্মকাণ্ডের সাথে তোমার পঠিত কোন বিখ্যাত দাতার সামঞ্জস্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'সমাজের উন্নয়নে উক্ত দাতার দান অতুলনীয়' পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** তিতুমীরের প্রকৃত নাম ছিল মীর নিসার আলী।

**খ.** সৃজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**গ.** উদ্দীপকে বর্ণিত হাজী আহমেদের কর্মকাণ্ডের সাথে পাঠ্যবইয়ের হাজি মুহম্মদ মোহসিনের সাদৃশ্য রয়েছে।

গরিব মেধাবী মুসলিম ছাত্ররা যাতে আধুনিক শিক্ষালাভ করতে পারে সেজন্য হাজি মুহম্মদ মোহসিন ১৮০৬ সালে তৎকালীন ১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি দিয়ে মোহসিন ট্রাস্ট গঠন করেন। হাজি মুহম্মদ মোহসিনের এ কর্মকাণ্ডই হাজী আহমেদের কর্মকাণ্ডে পরিলক্ষিত হয়। হাজী আহমেদ তার এলাকার শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে নিজের বিশাল সম্পত্তি ওয়াকফ করেছেন। তার ওয়াকফকৃত সম্পত্তি দিয়ে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য ফান্ড তৈরি করা হয়। একইভাবে হাজি মুহম্মদ মোহসিন শিক্ষা বিস্তারে হুগলিতে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর প্রভৃতি স্থানের মাদ্রাসার উন্নতির জন্য তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। তার মৃত্যুর পর ১৮৩৬ সালে হুগলি মোহসিন ফান্ড, হুগলি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের জন্য তিনি দান করেছেন তার বিশাল ঐশ্বর্য। এভাবে হাজি মুহম্মদ মোহসিনের দানকৃত অর্থে এখনো মুসলিম সমাজ উপকৃত হয়ে আসছে। উদ্দীপকের হাজী আহমেদের কর্মকাণ্ডে দানবীর হাজি মুহম্মদ মোহসিনের প্রতিচ্ছবিই ফুটে উঠেছে।

**ঘ.** সমাজের উন্নয়নে হাজি মুহম্মদ মোহসিনের দান অতুলনীয়— উক্তিটি যথার্থ।

হাজি মুহম্মদ মোহসিন দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমান সমাজকে উন্নয়নমুখী করার লক্ষ্যে তার সম্পত্তি জনকল্যাণে উদারহস্তে দান করেন। গরিব-মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগকে প্রসারিত করতে তিনি নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। উদ্দীপকে হাজী আহমেদ তার এলাকায় শিক্ষার সুযোগ তৈরি, শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে ও জনহিতকর কার্যে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে নিজের বিশাল সম্পত্তি ওয়াকফ করে দেন।

মুসলমানদের শিক্ষার সুযোগ তৈরি ও শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৮০৬ সালে হাজি মুহম্মদ মোহসিন তার বিশাল সম্পত্তি ওয়াকফ করেন। তার এ উদ্যোগে গরিব ও মেধাবী ছাত্ররা শিক্ষার সুযোগ পায়। মুহসিনের দানকৃত অর্থে ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে হুগলি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। দুই বছর পর এর সাথে একটি ইংরেজি ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।



এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা অধ্যয়নের সুযোগ পায়। মোহসিন ফান্ডের অর্থ প্রথমদিকে ইংরেজ সরকারের হস্তক্ষেপে কেবল অমুসলিম ছাত্রদের জন্য ব্যয় করা হলেও নবাব আব্দুল লতিফের জোর তৎপরতায় ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ২৯ জুলাই স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল সিদ্ধান্ত নেন যে, মোহসিন ফান্ডের সমুদয় অর্থ সম্পূর্ণভাবে মুসলিম শিক্ষা বিস্তারের স্বার্থেই ব্যয় করা হবে। মোহসিন ফান্ডের বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ছিল ৫৫,০০০ টাকা। এ টাকা বিভিন্ন সেবা ও কল্যাণমূলক কাজে খরচ করা হয় তার মধ্যে নতুন মাদ্রাসা স্থাপন, মুসলিম ছাত্রদের মাসিক বৃত্তি প্রদান, শিক্ষকদের বেতন প্রদান ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায়, হাজি মুহম্মদ মোহসিনের দান সমাজ সংস্কার ও শিক্ষার উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।

**প্রশ্ন-১৬** মৌলি মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছাত্রী। সে একদিন স্কুল শিক্ষকের কাছে জানতে পারল এই উপমহাদেশে এমনও সাহসী লোকের জন্ম হয়েছিল যিনি অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বাঁশের কেলা স্থাপন করে যুদ্ধ করেছিলেন। সাধারণ মানুষ তখন কৃষক শ্রেণির ওপর যে কোন ধরনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার।

(আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা)

- ক. কত খ্রিষ্টাব্দে সিপাহি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল? ১
- খ. বারো ভূঁইয়া বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে যে মনীষীর বিপ্লবী চেতনা প্রকাশিত হয়েছে তার ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. এই ধরনের একজন মনীষীর আন্দোলন সংগ্রাম বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছিল— বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল।

**খ.** 'বারো ভূঁইয়া' বলতে বাংলার ইতিহাসে কতিপয় স্বাধীনচেতা জমিদারদেরকে বোঝায়।

বাংলার ইতিহাসে বার ভূঁইয়াদের আবির্ভাব ষোল শতকের মধ্যবর্তীকাল হতে সতের শতকের মধ্যবর্তী সময়ে। এ জমিদারগণ তাদের নিজ নিজ জমিদারিতে স্বাধীন ছিলেন। তাদের শক্তিশালী সৈন্য ও নৌবহর ছিল। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এরা মুঘল সেনাপতির বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়তেন। ইতিহাসে এ জমিদারগণ 'বারো ভূঁইয়া' নামে পরিচিত। 'বারো' বলতে সংখ্যা বোঝানো হয় না বরং এ জমিদারদের সংখ্যা ছিল বারো জনের অধিক।

**গ.** উদ্দীপকে মৌলির শিক্ষকের দেওয়া তথ্যে তিতুমীরের চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম অস্ত্র ধারণ করে শহিদ হয়েছিলেন।

স্থানীয় জমিদার ও নীলকররা তিতুমীরের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে তারা তিতুমীরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্ররোচিত করে। এ প্রক্রিয়ায় তারা প্রথমে তিতুমীরকে ব্রিটিশ সরকারের কাছে দেশদ্রোহী হিসেবে আখ্যায়িত করতে থাকে। ফলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাকে শাস্তি প্রদানের জন্য হুমকি প্রদান করে। এ পরিস্থিতিতে তিতুমীর ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ১৮২৫ সালে বিদ্রোহ ঘোষণা করে যা 'বারাসাত বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। এ বিপ্লবের সংবাদে বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার বিরাট এক পুলিশ বাহিনী নিয়ে তিতুমীরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু তিতুমীরের সুযোগ্য নেতৃত্বে ও গোলাম মাসুম খানের সেনাপতিত্বে গণবাহিনী ইংরেজ বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। এরপর তিনি ১৮৩১ সালে কলকাতার নিকটবর্তী নারকেলবাড়িয়া নামক স্থানে এক বিপ্লবী কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং চতুর্দিকে বাঁশের কেলা নির্মাণ করেন। তবে ব্রিটিশ বাহিনীর তীব্র আক্রমণে বাঁশের কেলা ধ্বংস হয় এবং তিতুমীর ব্রিটিশদের হাতে ধৃত ও নিহত হন। পরিশেষে বলা যায় যে, তিতুমীর ছিলেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদী নেতৃত্ব।

**ঘ.** উদ্দীপকের ইঙ্গিতকৃত নেতা অর্থাৎ তিতুমীরের আন্দোলন-সংগ্রাম বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছিল।

তিতুমীর ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গিক আন্দোলন পরিচালনা করেও ১৮৩১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তবে তার এ সংগ্রাম বাংলার স্বাধীনতা অর্জনের পথকে ত্বরান্বিত করেছিল। কেননা তার এ আন্দোলনে সাড়া দিয়েই বাংলার নিরীহ জনগণ পরবর্তীতে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সোচ্চার

হয়েছিল। ফলে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে ভারতবর্ষে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটেছিল এবং রানির সরাসরি শাসন কায়েম হয়। আর পরবর্তীতে মুসলমানদের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের কর্ম প্রক্রিয়ায় মুসলমানরা অধিকার আদায়ের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। আর এর ব্যাপকতা আরও লক্ষ করা যায় ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলন ও বিভিন্ন বিপ্লবী সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। যা ভারতের ব্রিটিশ শাসনকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছিল। তাছাড়া পরবর্তীতে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে নিপতিত করে। এছাড়া তিতুমীর বাংলার নিরীহ দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়ের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করে তাদের সংগঠিত করেছিল যা বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের পথকে বৃদ্ধি করেছিল। তাছাড়া জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে তিতুমীরের সংগ্রামে উজ্জীবিত হয়ে বাংলার মানুষ ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নেমে পড়েছিল। যা বাংলার স্বাধীনতার সূর্য উদয়নে সাহায্য করেছিল।

**প্রশ্ন-১৭** ডিয়েতনামে ফরাসি উপনিবেশিক শাসন ছিল। তারা ডিয়েতনামকে উত্তর ও দক্ষিণ ডিয়েতনামে বিভক্ত করে। এতে উত্তর দক্ষিণ ডিয়েতনামের জনগণ আন্দোলন শুরু করে এবং দুই অংশ আবার ১৯৭৬ সাথে একত্রিত হয়।

(সরকারি অশোক মাহমুদ কলেজ, আমালপুর)

- ক. বাঁশের কেলা নির্মাণ করেন কে? ১
- খ. ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে মহাবিদ্রোহ বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে কোন অঙ্কলের বিভক্তির মিল রয়েছে? ইহা রদের কারণ কী ছিল? ৩
- ঘ. উত্তর রদের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** বাঁশের কেলা নির্মাণ করেন সৈয়দ মীর নিসার আলী তিতুমীর।

**খ.** ভারতের সর্বস্তরের মানুষের ক্ষোভ ও অসন্তোষ সিপাহীদের মধ্য দিয়েই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তাই কোন কোন ঐতিহাসিক ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে মহাবিদ্রোহ বলেন।

ঐতিহাসিক নটন, ফরেষ্টার, ডাফ প্রমুখ মনে করেন যে, ১৮৫৭ সালের বিপ্লব সিপাহীদের মধ্য দিয়ে শুরু হলেও কালক্রমে তা জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। মূলত ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব ছিল একটি সর্বাঙ্গিক ও সশস্ত্র সংগ্রাম। তাই একে মহাবিদ্রোহ বলা হয়।

**গ.** উদ্দীপকের সাথে ব্রিটিশ শাসিত বাংলায় 'বঙ্গভঙ্গ' তথা বাংলা বিভক্তির মিল রয়েছে। বঙ্গভঙ্গ রদের কারণ ছিল হিন্দুসমাজ ও কংগ্রেসের স্বদেশি আন্দোলন।

১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গের মানুষের জীবনমান উন্নত করার লক্ষ্যে ও প্রশাসনিক সুবিধার্থে বঙ্গভঙ্গ করা হয়। কিন্তু ভঙ্গভঙ্গ বিরোধী হিন্দুসমাজের প্রতিনিধিরা এতে আপত্তি জানায়। কংগ্রেস বিলেতি পণ্য বর্জন তথা স্বদেশি আন্দোলন শুরু করে এবং আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার উত্তেজনাকর খবর সম্পাদকীয় লেখা হতে থাকে। ক্রমে এই আন্দোলন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে রূপ লাভ করে। অবহাদৃষ্টে ব্রিটিশ সরকার আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং বিক্ষোভ ও হত্যাযজ্ঞের মুখে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। অবশেষে ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, বঙ্গভঙ্গ রদের কারণ ছিল কিছু সংখ্যক হিন্দু নেতাদের ধর্মীয় গোঁড়ামী ও কংগ্রেসের স্বদেশি আন্দোলন।

**ঘ.** বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া ছিল সুদূরপ্রসারী।

১৯১১ সালে কংগ্রেস ও হিন্দু নেতাদের চাপের মুখে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়। বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমানগণ হতাশ হয়ে পড়েন। তারা ব্রিটিশ সরকারের নীতির ব্যাপারে সন্দেহান হয়ে পড়েন। এ ঘটনা থেকে মুসলমানগণ শিক্ষালাভ করে যে, স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল হতে হলে আরও অধিক সংগঠিত হতে হবে। এছাড়া বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণার পর পর ৩০ ডিসেম্বর নবাব সলিমুল্লাহর আহ্বানে উভয় বাংলার নেতৃস্থানীয়দের সভায় ডাইসরয়ের কাছে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে একটি স্মারকলিপি উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। তাছাড়া বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে মুসলমানরা নিজেদের স্বার্থ ও



স্বাভাবিকভাবে আরও পরিকল্পিতভাবে উপস্থাপনের জন্য মুসলিম লীগ মুসলমানদের মুখপাত্র পরিণত হয়। শুধু পূর্ব বাংলায় নয় ১৯১২ সাল বঙ্গীয় মুসলিম লীগ কলকাতায় গঠিত হয়। পরবর্তীকালে এ দলই পূর্ব বাংলার মুসলমানদের নেতৃত্বে দেয়। এভাবে মুসলিম লীগের হাত ধরেই এসেছিল ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ। ফলে ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ স্থায়ী হতে পারেনি এবং নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম লাভের মধ্য দিয়ে বঙ্গের ভাগও নিশ্চিত হয়েছিল।

**প্রশ্ন ১৮** 'ক' অঞ্চলের এক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণকারী যুগ্ম বিদেশি শক্তি উক্ত অঞ্চলের স্থানীয় অমর্তদের সহযোগিতায় ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের অনুপ্রণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শাসককে পরাজিত করে প্রত্যক্ষভাবে শাসন কার্যে অংশগ্রহণ না করে পরোক্ষভাবে শাসন করতে থাকে এবং ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে। ফলে উক্ত অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হয় এবং এক তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়।

(চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম)

- ক. বাশের কেলা কে নির্মাণ করেন? ১
- খ. ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ কেন সংঘটিত হয়েছিল? ২
- গ. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলায় ক্ষমতা গ্রহণ উদ্দীপকের সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত ক্ষমতা গ্রহণ পরবর্তীতে ভারতীয় রাজনীতিতে কী কী প্রভাব ফেলেছিল— ব্যাখ্যা করো। ৪

#### ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাশের কেলা নির্মাণ করেন মীর নিসার আলী তিতুমীর।

**খ** ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ সংগঠিত হবার পেছনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সামরিক বৈষম্য দায়ী ছিল।

পলাশির যুগের পর থেকে ইংরেজরা শাসনাকর্মে হস্তক্ষেপ করার মাধ্যমে এদেশের জনগণকে সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সামরিক নানা দিক দিয়ে শোষণ করতে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে দেশের জনগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ও ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। তবে বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল সামরিক বাহিনীতে 'এনফিল্ড রাইফেলের' ব্যবহার

**গ** ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলায় ক্ষমতা গ্রহণ উদ্দীপকের সাথে পরিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৭৬৫ সালে দেওয়ানি সনদের মাধ্যমে লর্ড ক্লাইভ বাংলার সম্পদ লুণ্ঠনের একচেটিয়া অধিকার প্রাপ্ত হন। আবার, নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করার জন্য ক্লাইভ এ দেশে একটি অভিনব শাসনব্যবস্থা চালু করেন, যা দ্বৈত শাসনব্যবস্থা নামে পরিচিত। এতে দেওয়ানি ও দেশ রক্ষা ব্যবস্থা থাকে কোম্পানির হাতে এবং বিচার ও শাসনভার থাকে নবাবের হাতে। উদ্দীপকেও ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভাগাভাগির এ দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকেও লক্ষণীয় যে, ক অঞ্চলের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণকারী যুগ্ম বিদেশি শক্তি উক্ত অঞ্চলের স্থানীয় অমর্তদের সহায়তায় ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের অনুপ্রণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শাসককে পরাজিত করে এবং প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ না করে পরোক্ষভাবে শাসন করতে থাকে যা ইতিহাসের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলার শাসনের অধিকার দুটি পৃথক সংস্থার হাত চলে যায়। কোম্পানি দেওয়ানি পেলেও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেয় নায়েবে নাজিম রেজা খানের হাতে এবং নবাবের নিয়মিত ক্ষমতা থাকলেও তা প্রয়োগে নবাবের কোন ক্ষমতা ছিল না। মূল ক্ষমতা ছিল কোম্পানির হাতেই। যার ফলশ্রুতিতে বাংলায় পরবর্তীতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। উদ্দীপকেও আমরা এ ঘটনার প্রতিফলন দেখতে পাই।

**ঘ** ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা গ্রহণ অর্থাৎ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা ভারতীয় রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল।

১৭৬৫ সালে দেওয়ানি সনদের মাধ্যমে লর্ড ক্লাইভ বাংলার সম্পদ লুণ্ঠনের একচেটিয়া অধিকার প্রাপ্ত হন। আবার, নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করার জন্য ক্লাইভ এ দেশে একটি অভিনব শাসনব্যবস্থা চালু করেন, যা দ্বৈত শাসনব্যবস্থা নামে পরিচিত। এতে দেওয়ানি ও দেশ রক্ষা ব্যবস্থা থাকে কোম্পানির হাতে এবং বিচার ও শাসনভার থাকে নবাবের হাতে। উদ্দীপকেও ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভাগাভাগির এ দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

কোম্পানির দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীগণের দায়িত্বহীনতার কারণে প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে মুখ খুঁড়ে পড়েছিল; দ্বৈতশাসন অনুসারে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব কোম্পানির হাতে ন্যস্ত হওয়ায় কোম্পানির কর্মচারি ও বণিকরা রাতারাতি প্রশাসক বনে যায়। এসব তথাকথিত প্রশাসকদের ভারতীয় রাজস্ব রীতিনীতি সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকায় ইংল্যান্ডের রীতিনীতি ভারতে প্রয়োগ করতে থাকেন। এতে প্রশাসনিক জটিলতা মারাত্মক আকার ধারণ করে। পি ই রবার্টস বলেন, বাংলার নবাব এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মদ্যকার প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক ছিল খুবই জটিল এবং দুর্বোধ্য; দ্বৈতশাসনের ফলে রাজনৈতিক ও পরোক্ষভাবে প্রশাসনিক ক্ষমতালাভের সাথে সাথে কোম্পানির কর্মচারীদের অবৈধ ব্যবসায়-বাণিজ্য ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। দ্বৈতশাসন বাংলায় কোম্পানির চরম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। বৈদেশিক নিরাপত্তা ও অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলার জন্য নবাবকে কোম্পানির সাহায্যের উপর নির্ভরশীল করে রাখা হয়। দেওয়ানি লাভের পর কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব সরাসরি আদায় করার ক্ষমতা অর্জন করে। তাছাড়া নায়েব সুবাদার নিয়োগ করার ক্ষমতা কোম্পানি সংরক্ষণ করার সুবাদে নিয়ামতের সাধারণ প্রশাসনের উপর কোম্পানির চরম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং দ্বৈতশাসনে নবাবের পক্ষে রেজা খান রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে তৎপরতা দেখালেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় চরম অবহেলা প্রদর্শন করেন। দেশে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই বৃদ্ধি পেয়ে জনজীবনে চরম অরাজকতা ও নিরাপত্তাহীনতা নেমে আসে। সুতরাং বলা যায় যে, দ্বৈত শাসনের রাজনৈতিক প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

**প্রশ্ন ১৯** আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে একটি বিশেষ ধর্মে জনগণ ক্রমাগত পিছিয়ে যেতে থাকে। শাসক গোষ্ঠী তাদের সন্দেহের চোখে দেখত তাই তারা অন্য একটি ধর্মে বিশ্বাসী জনগণকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করলে তারা এগিয়ে যায় এবং অন্য ধর্মে বিশ্বাসীরা পিছিয়ে যায়। কিন্তু এটি ছিল শাসক গোষ্ঠীর বিভক্ত করে শাসন করার কৌশল। যা হতে পরবর্তীতে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ হিসেবে একটি অঞ্চলকে প্রশাসনিকভাবে বিভক্ত করলে অন্যরা তার বিরোধিতা করে সফল হন। এতে পিছিয়ে পড়াগোষ্ঠীকে খুশি করার জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

(চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম)

- ক. নীলদর্পণের রচয়িতা কে? ১
- খ. দ্বৈতশাসন বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. তোমার পাঠ্য বইয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে শাসক গোষ্ঠীর এগিয়ে নেওয়া পদক্ষেপগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. শাসক গোষ্ঠীর পদক্ষেপগুলো কীভাবে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছিল— ব্যাখ্যা করো। ৪

#### ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** নীলদর্পণ নাটকের রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র।

**খ** সৃজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**গ** আমার পাঠ্যবইয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ছিল মুসলমান সম্প্রদায়। এ জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ব্রিটিশ শাসকেরা নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

প্রথম থেকেই মুসলমান সম্প্রদায় পাশ্চাত্য তথা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে অনাগ্রহী ছিল। ফলে তারা হিন্দুদের তুলনায় শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছিল। পরবর্তীতে ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের উন্নতিকল্পে নানা পদক্ষেপ নেয় যা উদ্দীপকের লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে লক্ষণীয় যে, আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে একটি বিশেষ ধর্মের জনগণ অর্থাৎ মুসলমানরা ক্রমাগত পিছিয়ে যেতে থাকে। শাসকগোষ্ঠী তাদের সন্দেহের চোখে দেখত তাই তারা অন্য ধর্মে বিশ্বাসী জনগণ তথা হিন্দুদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করলে তারা এগিয়ে যায়। পরবর্তীকালে মুসলমানদের সার্বিক উন্নতির উদ্দেশ্যে ব্রিটিশরা নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। লক্ষণীয় যে, ১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন মুসলমানদের উদ্দেশ্যে। এ সময় মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে মোহাম্মেদান লিটারারি সোসাইটি, সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহাম্মেদান এসোসিয়েশন নামে সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। নবাব আব্দুল লতিফের প্রচেষ্টা ও ইংরেজ সরকারের সদিচ্ছার কারণে মোহসিন ফাউন্ডার টাকা কেবল মুসলমান ছাত্রদের জন্য



বায়ু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। হিন্দু কলেজ কে প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপায়িত করে মুসলমানদের জন্যও এর দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের শিক্ষা-দীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা হয়। বঙ্গভঙ্গের পর মুসলমান ছাত্রদের জন্য সরকারের মঞ্জুরীকৃত বৃত্তির পরিমাণ বাড়ানো হয় ও কোটা পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়া ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনে মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের অধিকার প্রদান করা হয়। সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় যে, পিছিয়ে পড়া মুসলমান জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ব্রিটিশ সরকার নানা পদক্ষেপ নিয়েছিল।

**ঘ** শাসকগোষ্ঠী অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের মুসলমানদের কল্যাণে গৃহীত পদক্ষেপ গুলো নানাভাবে মুসলমানদের উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছিল। মুসলমানগণ ইংরেজ শাসনের প্রথম থেকেই ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে অপরগ ছিল। ফলে তারা এক সময় হিন্দুদের শিক্ষা-দীক্ষা সামাজিক দিক তুলনায় পিছিয়ে দিয়ে যায়, যা উদ্দীপকেও লক্ষ করা যায়। উদ্দীপকের দেখা যায় যে, আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে একটি বিশেষ ধর্মের জনগণ ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে শাসকগোষ্ঠী তাদের অবস্থার উন্নয়নে নান পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যার ফলশ্রুতিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করা হয়। অনুরূপভাবে ব্রিটিশ শাসনামলেও মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের অবস্থার উন্নতিকল্পে নানা পদক্ষেপ হাতে নেয়। যা তাদের অবস্থার উন্নতিকল্পে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা মুসলমানরা লাভ করে। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে পরবর্তীতে মুসলমানরা ধীরে ধীরে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। কংগ্রেস এর নেতৃত্বে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধতার সুফল তারা সচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিল। ফলে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার আদায়ে তারা সচেষ্ট হয় এবং এ লক্ষ্যে ক্রমে তারা রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠে। ১৯০৬ সালে তারা নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ গঠন করে ব্রিটিশ সরকারের কার্যকরী পদক্ষেপসমূহের ফলে মুসলমানগণ কর্মক্ষেত্রে ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের একচেটিয়া ক্ষমতা হ্রাসে সক্ষম হয়।

সুতরাং দেখা যায় ব্রিটিশ সরকারের গৃহীত ক্ষেত্রগুলো মুসলমানদের উন্নতিকল্পে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।

**প্রশ্ন ২০** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশটি পূর্ব জার্মানি ও পশ্চিম জার্মানি নামে দুটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পূর্ব জার্মানি আলাদা হয়ে যাবার পর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সব ক্ষেত্রেই ক্রমাগত একটি দুর্বল রাষ্ট্রে পরিণত হতে থাকে। পূর্ব জার্মানির মানুষ দলে দলে বার্লিন দেয়াল টপকে পশ্চিম বার্লিনে আসতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৯৯০ সালে পূর্ব জার্মানি ও পশ্চিম জার্মানি আবারো ঐক্যবদ্ধ একটি জার্মানিতে পরিণত হয়।

(বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা)

- ক. ভারতের সর্বশেষ মুঘল সম্রাটের নাম কী? ১
- খ. বারাসাত বিদ্রোহ কী? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের ভারতীয় উপমহাদেশের কোন ঘটনাটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের ঘটনাটির বিভক্তিকরণের প্রভাব এবং উপমহাদেশের ঘটনাটির বিভক্তিকরণের প্রভাব ছিল বিপরীতধর্মী— বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ২০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ভারতের সর্বশেষ মুঘল সম্রাটের নাম দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ।  
**খ** ১৮২৫ সালে তিতুমীর ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লব ঘোষণা করেন— যা ইতিহাসে বারাসাত বিদ্রোহ নামে পরিচিত। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তিতুমীরকে দেশদ্রোহী হিসেবে আখ্যায়িত করে তার বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদান করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার্থে তিতুমীর ১৮২৫ সালে চব্বিশ পরগনার কিয়দংশ নদীয়া

জেলায় কিয়দংশ এবং ফরিদপুরের কিয়দংশ সংযুক্ত করে এক এলাকা গঠন করেন এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লব করেন। যেটিই ইতিহাসে বারাসাত বিদ্রোহ নামে পরিচিত।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত দুই জার্মানির বিভক্তি ব্রিটিশ বাংলার বঙ্গভঙ্গে ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ব্রিটিশভারতের শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভারতে নিযুক্ত তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর তদানীন্তন বঙ্গ প্রেসিডেন্সিকে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ নামে দুটি নতুন প্রদেশে বিভক্ত করেন। উদ্দীপকে বর্ণিত জার্মানিকে পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলে বিভক্তির মধ্যে উল্লিখিত বিষয়টিই ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জার্মানির পশ্চিমাঞ্চলের জনগণের চেয়ে পূর্বাঞ্চলের জনগণ অবহেলিত ও অধিকারবঞ্চিত ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের শাসকগোষ্ঠীর বৈরী মনোভাবের প্রেক্ষিতে পূর্বাঞ্চলের জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পূর্ব জার্মানি ও পশ্চিম জার্মানি নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র জন্ম লাভ করে। ঠিক একইভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বঙ্গ প্রদেশের পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ পূর্ব বাংলা পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে অনুন্নত ও অবহেলিত ছিল। অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলার সকল প্রকার অর্থনৈতিক, শিক্ষা, যোগাযোগ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হতো। আর পূর্ব বাংলা ছিল চরম অবহেলিত। অর্থনৈতিক দিক থেকে কলকাতা ক্রমশ উন্নত হতে থাকে এবং পূর্ব বাংলার অবনতি ঘটে। এরূপ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার পূর্ববঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ও মুসলমানদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বঙ্গভঙ্গ করে। সুতরাং দেখা যায়, জার্মানির বিভক্তির মধ্যে বঙ্গভঙ্গের চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে।

**ঘ** জার্মানি এবং বাংলা বিভক্তি করণের প্রভাব পৃথক ছিল। বঙ্গভঙ্গের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। পূর্ব বাংলার জনগণের নিকট বঙ্গভঙ্গ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানরা সামাজিক মর্যাদা ফিরে পায় এবং তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম তথা সার্বিক দিকে প্রগতি নিশ্চিত করার শুব ইজ্জিত পাওয়া যায়। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে, যার ফলশ্রুতিতে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। জার্মানির বিভক্তিকরণের ক্ষেত্রেও একই ফলাফল পরিলক্ষিত হয়।

জার্মানি এবং বাংলা পুনরায় একত্রিত হলেও এই বিভাগের ফল ভিন্ন ছিল। উদ্দীপকে দেখা যায় জার্মানি বিভাগের ফলে পূর্ব জার্মানি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ে। কিন্তু বাংলা বিভাগের ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে লাভবান হয়। ঢাকা নতুন স্ট্র প্রদেশের রাজধানী হয়। এর ফলে অফিস আদালতে এ অঞ্চলের মানুষ চাকরি পায়। এছাড়া নতুন রাস্তাঘাট নির্মিত হওয়ায় এ অঞ্চলের অর্থনীতি উন্নত হয়। সুতরাং বলা যায়, জার্মানি এবং বাংলা বিভাগের প্রভাব ভিন্ন ছিল।

**প্রশ্ন ২১** মিম মেঘ মিশনারি স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্রী। সে তার স্কুলের শিক্ষকদের পাঠদানের মাধ্যমে জানতে পারে এ উপমহাদেশে এমনও সাহসী লোকের জন্ম হয়েছিল, যিনি অত্যাচারি শাসকদের বিরুদ্ধে বাঁশের কেলা নির্মাণ করে যুদ্ধ করেছিলেন। সাধারণ মানুষ তথা কৃষকদের ওপর যে কোন ধরনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। জোরপূর্বক অলাভজনক এক ধরনের ফসল ফলাতে কৃষকদের বাধ্য করার কারণে তিনি জমিদার ও শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত তৈরিতে সক্ষম হন।

(ডাঃ আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর)

- ক. দুদু মিয়া কে ছিলেন? ১
- খ. সিপাহি বিদ্রোহ সম্পর্কে আলোচনা করো। ২
- গ. মিমের শিক্ষকের দেওয়া তথ্যে যে মনীষীর বিপ্লবী চেতনা প্রকাশিত হয়েছে, ব্রিটিশ শাসন শোষণের বিরুদ্ধে তার সংগ্রামের ব্যাখ্যা দাও। ৩
- ঘ. এই ধরনের মনীষীর আন্দোলন-সংগ্রাম বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছিল— পর্যালোচনা করো। ৪

#### ২১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** দুদু মিয়া হাজি শরীফুল্লাহর পুত্র ও ফরায়েজি আন্দোলনের একজন সংগঠক ছিলেন।



খ ১৮৫৭ সালে লর্ড ক্যানিং এর সময়ে সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ইংরেজ শাসনে নানা কারণে সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হলেও বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল এনফিল্ড রাইফেল। যার টোটা গরুও শূকরের চর্বিতে তৈরি ছিল বলে গুজব রটে যায়। সর্বপ্রথম বঙ্গপ্রদেশের ব্যারাকপুরে শুরু হওয়া এই বিদ্রোহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসন এর বিরুদ্ধে প্রথম বৃহত্তর সংগ্রাম হিসেবে গণ্য হয়। এই বিপ্লব ব্যর্থ হলেও পরবর্তীকালের সকল আন্দোলন-সংগ্রামের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে।

গ। মিমের শিক্ষকের দেয়া তথ্যে যে মনীষীর বিপ্লবী চেতনা প্রকাশিত হয়েছে তিনি হলেন মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর। ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংগ্রামের মাধ্যমে তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

তিতুমীরের সময়কালে বাংলার নিরীহ দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচারী জমিদারদের ও নীলকরদের বিরুদ্ধে তিনি বাংলার কৃষকদের সংগঠিত করতে থাকেন। তিতুমীর জোরপূর্বক নীলচাষে কৃষকদের বাধ্য করানোর প্রতিবাদ করেন কারণ এটা ছিল কৃষকদের জন্য অলাভজনক। তিনি বিভিন্ন জমিদার ও নীলকুটিয়ালদের বিরুদ্ধে অভিযান চালনা করে তাদের পরাজিত করেন। ১৮২৫ সালে তিতুমীর একটি স্বাধীন এলাকা গঠন করে প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লব ঘোষণা করে যা বারাসাত বিদ্রোহ নামে পরিচিত। এরপর ১৮৩১ সালের কলকাতার নিকটবর্তী নারিকেলবাড়িয়া নামক স্থানে এক বিপ্লবী কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং চতুর্দিকে বাশের কেন্দ্র নির্মাণ করেন। তবে ব্রিটিশ বাহিনীর আক্রমণে সেটি ধ্বংস হয় এবং তিতুমীর শহিদ হন।

ঘ। এই ধরনের অর্থাৎ তিতুমীরের মতো মনীষীর আন্দোলন-সংগ্রাম বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছিল।

তিতুমীরের আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল তিনটি প্রথমত, সমাজ সংস্কার ও ধর্মীয় বিস্তার এর মাধ্যমে জনগণকে উদ্ধৃষ্ণ করা। এদিক দিয়ে তার সাথে হাজী শরীয়তুল্লাহ ও ফরায়াজি আন্দোলনের মিল আছে। দ্বিতীয়ত, অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের শোষণ থেকে জনগণকে মুক্ত করা বাংলার বিভিন্ন সময় সংঘটিত কৃষক বিদ্রোহ এর সাথে সম্পর্কিত। তৃতীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক নির্দেশনা তথা ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এদিক থেকে পরবর্তী সিপাহি বিপ্লবসহ ব্রিটিশ বিরোধী সকল সমস্ত সংগ্রামের সাথে তার আন্দোলনের মিল পাওয়া যায়। অর্থাৎ তিতুমীরের মতো মনীষীদের গণসম্পৃক্ত আন্দোলন-সংগ্রাম সমাজের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা বপন করেছিল।

কালে কালে এই স্বাধীনতার চেতনাই বাংলার মানুষকে নানাতাবে উজ্জীবিত করেছে। ১৮৮৭ সালের সিপাহি বিপ্লব, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ গঠন, বঙ্গভঙ্গ, ১৯৪৭ এর দেশ বিভাজন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পেছনে তিতুমীর ও তার পূর্ববর্তী বিভিন্ন মনীষীদের কর্মকাণ্ডের প্রেরণা ছিল। বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করার পিছনে তাই তিতুমীরসহ হাজী শরীয়তুল্লাহ, সূর্যসেন প্রমুখ মনীষীর অবদান অস্বীকার্য। পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। যার সূচনা ছিল ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন হয় ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী বাহিনীকে পরাজিত করার মাধ্যমে। তাই নির্বিধায় বলা যায়, তিতুমীরের মতো মনীষীর আন্দোলন-সংগ্রাম বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছিল।

প্রশ্ন ২২ হোসেন আলী তার এলাকায় একটি ইসলামি আন্দোলন শুরু করেন। এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণ ও ইসলামে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন। তবে শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করে তোলাও এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল।

(আবুল কাদীর মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী)

- ক. বাশের কেন্দ্র আক্রমণে ইংরেজ বাহিনীর নেতৃত্ব দেন কে? ১
- খ. কোম্পানির দেওয়ানি লাভ বাংলার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২  
ব্যাখ্যা করো।
- গ. উদ্দীপকের সাথে ব্রিটিশ বাংলার কোন ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত বাক্যটির আলোকে উক্ত আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো। ৪

ক. বাশের কেন্দ্র আক্রমণে ইংরেজ বাহিনীর নেতৃত্ব দেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্টুয়ার্ট।

খ. দেওয়ানি লাভের মাধ্যমে কোম্পানি বাংলায় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হওয়ায় এটি বাংলার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় উপমহাদেশে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য। দেওয়ানি লাভের ফলে কোম্পানি আইনত ও কার্যত বাংলা-বিহার উড়িষ্যার পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী হয়। দেওয়ানি লাভের মধ্য দিয়েই কোম্পানি বাংলায় দ্বৈত শাসন প্রবর্তন করার সুযোগ লাভ করে। ফলে বাংলার অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ দেওয়ানি শাসনের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী পর্যায়ে প্রথমে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা এবং সমগ্র ভারতে কোম্পানির রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বিস্তার ঘটে।

গ. উদ্দীপকের সাথে ব্রিটিশ বাংলায় ফরায়াজি আন্দোলনের মিল রয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে যেসব ধর্মীয় নেতা সমাজ সংস্কারক ছিলেন তার মধ্যে হাজী শরীয়তুল্লাহ অন্যতম। তৎকালীন মুসলমান সমাজে প্রচলিত কবরপূজা, পিরপূজা, উরস ও মানতের মতো নানা ধর্মীয় কুসংস্কার ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখে তিনি উদ্ভিগ্ন হন এবং এগুলোর তীব্র নিন্দা করেন। এ সমস্ত কুসংস্কার সম্পর্কে মুসলমানদের সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি একটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলেন। যেটি ইতিহাসে ফরায়াজি আন্দোলন নামে পরিচিত। উদ্দীপকেও অনুরূপ আন্দোলন লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, হোসেন আলী তার এলাকার একটি ইসলামি আন্দোলন শুরু করেন। এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণ ও ইসলামে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন। শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করা তোলাও ছিল এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য। হাজী শরীয়তুল্লাহও অনুরূপ উদ্দেশ্যে ফরায়াজি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তিনি মুসলমানদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজব্যবস্থা সংস্কার করার লক্ষ্যে এ আন্দোলন পরিচালনা করেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বাংলার পল্লিতে ঘুরে বেড়ান এবং অধঃপতিত মুসলমানদের ফরজ পালনে উদ্ধৃষ্ণ করেন। ফরজ শব্দের অর্থ যা পালন করা অত্যাৱশ্যকীয়। মূলত এই ফরজ শব্দ থেকেই ফরায়াজি আন্দোলনের উৎপত্তি ঘটেছে। ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি হাজী শরীয়তুল্লাহ জমিদার, নীলকর ও মহাজনদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন থেকে সর্বহারা কৃষকগণকে রক্ষার জন্য এ আন্দোলন পরিচালনা করেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের আন্দোলনের মাধ্যমে হাজী শরীয়তুল্লাহ প্রবর্তিত ফরায়াজি আন্দোলনকে ইজিত করা হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত বাক্যটি অর্থাৎ শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করে তোলার ক্ষেত্রে উক্ত আন্দোলন তথা ফরায়াজি আন্দোলন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনগুলোর মধ্যে হাজী শরীয়তুল্লাহ প্রবর্তিত ফরায়াজি আন্দোলন অন্যতম। তার এ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল একদিকে মুসলমানদেরকে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে সচেতন করে তোলা এবং অন্যদিকে ব্রিটিশদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করা। উদ্দীপকের আন্দোলনেরও অনুরূপ উদ্দেশ্য বিদ্যমান।

হাজী শরীয়তুল্লাহ প্রবর্তিত ফরায়াজি আন্দোলন প্রথম দিকে ধর্মীয় সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ক্রমান্বয়ে এটি জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। ফরায়াজি আন্দোলনের কর্মকাণ্ডে ব্রিটিশ সরকার এবং তাদের পোষ্য জমিদার নীলকর ও মহাজনগণ ভীত হয়ে পড়ে। তারা মুসলমানদের ধর্মকর্মে বাধা প্রদান করতে থাকে। ব্রিটিশ শাসকরা মুসলমানদের ঈদের কোরবানি বন্ধ করে, এমনকি মসজিদের আজান দেওয়াও বন্ধ করে দেয়। এতে হাজী শরীয়তুল্লাহ ক্ষুব্ধ হয়। তিনি অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনগণকে একাবন্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়। জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে হাজার হাজার কৃষক এ আন্দোলনে যোগ দেয়। আন্দোলনের ভয়বহতায় জমিদারগণ ভয় পেয়ে যান। ১৮৩১ সালে হাজী শরীয়তুল্লাহর সাথে হিন্দু জমিদারদের সংঘাত বাঁধে। বাংলার হতদরিদ্র কৃষকগণকে নিয়ে তিনি ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দুবার প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। এ আন্দোলনের ফলে বাংলার জনগণ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় এবং রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।



**প্রশ্ন-২৩** তপন চৌধুরী ও স্বপন চৌধুরী তাঁদের বাবার মৃত্যুর পর সিদ্ধান্ত নিলেন তপন চৌধুরী জমিদারদের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে থাকবে এবং স্বপন চৌধুরী প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে। কিন্তু চৌধুরীকে জমিদারি আয় থেকে পর্যাপ্ত অর্থ না দেওয়ায়। তাঁর পক্ষে প্রশাসন পরিচালনা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। ফলে উভয়ের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দেয়। দুই ভাইয়ের হৃদয়ের কারণে বাবার জমিদারি ও প্রজাগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা)

- ক. বেঙ্গল প্যাস্ট কী? ১  
খ. ১৮৫৭ সনে সিপাহি বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছিল কেন? ২  
গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত ক্ষমতা ভাগাভাগি বাংলায় ইংরেজ শাসনামলের প্রথমদিকের কোন শাসন ব্যবস্থাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের ন্যায় উক্ত শাসনব্যবস্থাও বাংলার অর্থনীতিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

#### ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মুসলিম প্রতিনিধিদের সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করেন তাই বেঙ্গল প্যাস্ট নামে পরিচিত।

**খ** সৃজনশীল ৫ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**গ** সৃজনশীল ৫ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন-২৪** মুসলিম বিশ্বের বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক ও ওহাবী আন্দোলনের নেতা আব্দুল ওহাব তৎকালীন মুসলিম সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। সমাজে প্রচলিত পির পূজা, কবর, পূজা, পির ফকিরদের দরবারে মানত করা ইত্যাদি পাপাচারপূর্ণ কার্যকলাপ যখন মুসলিম সমাজকে গ্রাস করেছিল। তখন তিনি এসব থেকে মুসলিম সমাজকে রক্ষার আন্দোলনে এগিয়ে এলেন। তাঁর দৃঢ় পদক্ষেপে কুসংস্কারমুক্ত হয়ে মুসলিম সমাজ রাজনৈতিক সচেতন হয়ে উঠে।

(আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা)

- ক. বজাভজা কার্যকর করা হয় কত সালে? ১  
খ. খেলাফত আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী ছিল? ব্যাখ্যা করো। ২  
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্কারের সাথে ব্রিটিশ বাংলার কোন সংস্কারকের কার্যকলাপের সাদৃশ্য বর্তমান? ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. উক্ত সংস্কারকের আন্দোলন মুসলিম জাগরণের পাশাপাশি অত্যাচারী ব্রিটিশ নীলকর ও হিন্দু জমিদারদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে। উক্তিটির সাথে তুমি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

#### ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১৯০৫ সালে বজাভজা কার্যকর করা হয়।

**খ** সৃজনশীল ৪ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**গ** উদ্দীপকের সমাজ সংস্কারকের সাথে আমার পঠিত সমাজ সংস্কারক হাজী শরীয়তুল্লাহর মিল লক্ষ করা যায়।

ভারতীয় উপমহাদেশে যেসব ধর্মীয় নেতা সমাজ সংস্কারক ছিলেন তার মধ্যে হাজী শরীয়তুল্লাহ অন্যতম। তৎকালীন মুসলমান সমাজে প্রচলিত কবরপূজা, পিরপূজা, উরস ও মানতের মতো নানা ধর্মীয় কুসংস্কার ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখে তিনি উদ্বিগ্ন হন এবং এগুলোর তীব্র নিন্দা করেন। তিনি কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কবরপূজা, নৃত্যগীত ইত্যাদি শিরক ও অনৈসলামিক কর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য মুসলমানদের উপদেশ দেন। পূর্ব বাংলায় অধঃপতিত মুসলিম সমাজে বিদ্যমান নানাবিধ কুসংস্কার দূরীকরণ ও ইসলাম ধর্মের আদি অবস্থায় ফিরে যাওয়ার মানসিকতা নিয়ে আল্লাহ মনোনীত সকল ফরজ কাজ সম্পাদনের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তার এ আন্দোলন ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, সৌদি আরবে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূচনাকারী মুহম্মদ বিন আব্দুল ওহাব মুসলিম সমাজে পিরপূজা,

কবরপূজা, কোনো উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য মানত প্রভৃতি কর্মকাণ্ডকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তার পরিচালিত এ আন্দোলন ওহাবি আন্দোলন নামে পরিচিত। তিনি এ আন্দোলনের মাধ্যমে তৎকালীন আরব সমাজকে নানা কুসংস্কার থেকে মুক্ত করেন এবং জনগণকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলেন। ঠিক এভাবেই হাজী শরীয়তুল্লাহ ফরায়েজি আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজে ধর্মীয় জাগরণের পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবে সচেতনতা সৃষ্টি করেছিলেন। সুতরাং বোঝা যায়, উদ্দীপকের সমাজ সংস্কারের সাথে হাজী শরীয়তুল্লাহর সমাজ সংস্কার সামঞ্জস্যপূর্ণ।

**ঘ** উক্ত সংস্কারকের অর্থাৎ হাজী শরীয়তুল্লাহর আন্দোলন মুসলিম জাগরণের পাশাপাশি অত্যাচারী ব্রিটিশ নীলকর ও হিন্দু জমিদারদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে এ উক্তিটির সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।

ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মীয় সংস্কারের আন্দোলনগুলোর মধ্যে হাজী শরীয়তুল্লাহ প্রবর্তিত ফরায়েজি আন্দোলন অন্যতম। তার এ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল একদিকে মুসলমানদেরকে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে সচেতন করে তোলা এবং ব্রিটিশদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করা। ধর্মীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এ আন্দোলনের প্রভাব ছিল অপরিসীম।

পূর্ব বাংলার মুসলমানরা যখন কুসংস্কারে নিমজ্জিত; গরিব কৃষক ও নিরীহ জনসাধারণ ইংরেজ শাসনের পক্ষপাতদুষ্ট বিচারব্যবস্থা, জমিদার মহাজন ও নানা অত্যাচার ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ ঠিক সেই ক্রান্তিকালে আবির্ভাব ঘটে হাজী শরীয়তুল্লাহর। তিনি ফরায়েজি আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের অনৈসলামিক কার্যকলাপের বিলোপ সাধন করার চেষ্টা করেন। তিনি মুসলমানদের কুসংস্কার মুক্ত করে ফরজ পালনে উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু তার এ আন্দোলন শুধু আধ্যাত্মিক আন্দোলনেই স্থির থাকেনি। এ আন্দোলন শোষিত মানুষের প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপ লাভ করে। তিনি বাংলার মুসলমান ও গরিব কৃষক শ্রেণির ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করেন যা তার পুত্র দুদু মিয়া'র সময় অনেকটা ব্যাপকতা লাভ করেছিল। তার সময়ে মুসলমানদের বিভিন্ন কর দিতে হতো। প্রথমদিকে এটি রাজনৈতিক আন্দোলন না হলেও পরবর্তীতে এ আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়। যদিও এ আন্দোলন খুব বেশিকাল স্থায়ী ছিল না, তথাপি এ আন্দোলন মুসলিম জাগরণের পাশাপাশি ব্রিটিশ নীলকর ও হিন্দু জমিদারদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলেছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলনের অপরিসীম প্রভাবের ফলে মুসলিম জাগরণের পাশাপাশি ব্রিটিশ নীলকর ও হিন্দু জমিদারও ভীত হয়ে পড়েছিল।

**প্রশ্ন-২৫** জমির উদ্দিন ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত একজন আল্লাহ ভীরু মানুষ। কিন্তু তার এলাকায় অনেকেই কবর পূজা, পির পূজা প্রভৃতিতে বিশ্বাস করত। তাই তিনি এসব ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধের জন্য সচেষ্ট হন। অল্পদিনে তিনি এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহায়তায় এসব অনৈসলামিক কার্যকলাপ বন্ধ করতে সমর্থ হন।

(কিশোরগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজ, কিশোরগঞ্জ)

- ক. দ্বৈত শাসন কে প্রবর্তন করেন? ১  
খ. মীর কাসিমের পরিচয় দাও। ২  
গ. উদ্দীপকের বর্ণিত জমির উদ্দিনের সাথে তোমার পঠিত হাজী শরীয়তুল্লাহর কোন আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. উক্ত আন্দোলনের মতোই হাজী শরীয়তুল্লাহর আন্দোলন সফল হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো। ৪

#### ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** লর্ড ক্লাইভ দ্বৈত শাসন প্রবর্তন করেন।

**খ** মীর কাসিমের পুরো নাম মীর কাসিম আলী খান।

তিনি ছিলেন মীর জাফরের জামাতা। তিনি ১৭৬০ সাল থেকে ১৭৬৩ সাল পর্যন্ত বাংলার নবাব ছিলেন। ইংরেজরা ১৭৬৩ সালে মীর জাফরকে ক্ষমতাচ্যুত করে মীর কাসিমকে মসনদে বসায়। তিনি ইংরেজ স্বার্থবিরোধী কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেন যার ফলে তার সাথে ইংরেজদের বিরোধ বাঁধে এবং ১৭৬৪ সালে তা বক্সারের যুদ্ধে রূপ লাভ করে।



**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত জমির উদ্দীনের সাথে আমার পঠিত হাজী শরীফতুল্লাহর ফরায়াজি আন্দোলন সাদৃশ্য রয়েছে।

কোম্পানি আমলে সংঘটিত ফরায়াজি আন্দোলনের সাথে জনাব 'ক' এর আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনগুলোর মধ্যে ফরায়াজি আন্দোলন অন্যতম ছিল। ইসলামের নানা অনৈসলামিক রীতিনীতি বন্ধ এবং মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে হাজী শরীফতুল্লাহ এ আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি মুসলমানদের কুসংস্কার ও নীতিবর্জিত কার্যকলাপ বন্ধের জন্য এ আন্দোলনের সূচনা করেন। যেমনটি 'ক' এর ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জমির তার অঞ্চলের জনগণের মধ্য থেকে নানা কুসংস্কার ও অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড দূরীকরণে আন্দোলন পরিচালনা করেন। একইভাবে হাজী শরীফতুল্লাহ তৎকালীন মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান কবরপূজা, পিরপূজা, উরস, মানতের মতো নানা ধর্মীয় কুসংস্কার ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এছাড়াও তিনি লক্ষ করেন যে, নতুন সৃষ্ট জমিদার-শ্রেণি কর্তৃক মুসলমানগণ নির্যাতনের শিকার হয়। হিন্দুদের পূজায় ও জমিদার সন্তানদের বিদেশে শিক্ষাদানের জন্য মুসলমানদের চাঁদা দিতে হতো। এমনকি মুসলমানদের দাড়ি রাখার ওপর কর ধার্য করা হয়। এসব দেখে তিনি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের সংগঠিত করেন, যা ফরায়াজি আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে। সূতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের জমির উদ্দীন এর ধর্মীয় আন্দোলনে বাংলার ফরায়াজি আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

**ঘ** উদ্দীপকে ইজিতকৃত আন্দোলন অর্থাৎ ফরায়াজি আন্দোলন সফল হতে না পারলেও পুরোপুরি ব্যর্থ হয়নি— শিক্ষকের এ মন্তব্যটি যথার্থ। হাজী শরীফতুল্লাহ ১৮০২ সালে ভারতে ফিরে এসে মুসলমানদের অনৈসলামিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে ফরায়াজি আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। এছাড়াও তার এ আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করে প্রকৃত ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করা। অধিকার ও কর্তব্যের প্রতি মুসলমানদের সচেতন করা। ব্রিটিশ শাসক ও জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই সম্প্রদায়কে প্রতিবাদী করে তোলা। উদ্দীপকে জমির উদ্দীনের এর ধর্মীয় আন্দোলনের ফলাফল সম্পর্কে শিক্ষক বললেন, এ আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি। একইভাবে এই আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ফরায়াজি আন্দোলনও সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়নি। কারণ এ আন্দোলন পরবর্তীতে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম পাথর হয়েছিল। হাজী শরীফতুল্লাহ জমিদারদের কর প্রদান না করতে ভারতীয়দের নির্দেশ দেন। তিনি এই শাসকদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য তার অনুসারীদেরকে লাঠিয়াল বাহিনী গঠনে নির্দেশ দেন। ফলে ভারতীয়রা তাদের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আত্মোৎসাহী হয়ে ওঠে। আর এভাবে মুসলমানরা ব্রিটিশ ও জমিদারি শোষণের শিকল থেকে বেরিয়ে আসার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অধিকন্তু এ আন্দোলনের প্রভাবে ভারতে মুসলমানদের নৈতিক অবক্ষয় রোধ সম্ভব হয়েছিল। পরিশেষে বলা যায় যে, ইসলামের পুনর্জাগরণ, কুসংস্কার দূর ও ভারতীয়দের সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে ফরায়াজি আন্দোলন ইতিহাসে অন্যতম মাইলফলক হিসেবে পরিচিত।

**প্রশ্ন ২৬** মনিকা একদিন তার ইতিহাসের শিক্ষকের কাছে জানতে পারল, এই উপমহাদেশে এমনও সাহসী লোকের জন্ম হয়েছিল যিনি অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বাঁশের কেলা স্থাপন করে যুদ্ধ করেছিলেন। সাধারণ মানুষ তথা কৃষক শ্রেণির ওপর যে কোনো ধরনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। জোরপূর্বক অলাভজনক এক ধরনের ফসল ফলাতে কৃষকদের বাধ্য করার কারণে তিনি জমিদার ও শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত তৈরি করতে সক্ষম হন।

(সরকারি আকবর আদী, কলেজ, উদুপাড়া সিরাজগঞ্জ)

- ক. কত সালে সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল? ১
- খ. বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক কারণটি ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে যে মহান ব্যক্তির বিপ্লবী চেতনা প্রকাশিত হয়েছে তার ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. এই ধরনের একজন মহান ব্যক্তির আন্দোলন সংগ্রাম বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছিল মূল্যায়ন করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

**খ** বঙ্গভঙ্গের পিছনে রাজনৈতিক কারণই মুখ্য ছিল বলে অধিকাংশ ঐতিহাসিক বিশেষ করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

বঙ্গভঙ্গ ছিল ব্রিটিশ সরকারের চিরচরিত ভাগ কর ও শাসন কর (Divide and rule Policy) নীতির বহিঃপ্রকাশ। ফলে কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে নস্যং করার মাধ্যমে রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার জন্যেই লর্ড কার্জন বাংলাকে বিভক্ত করেন।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত সাহসী নেতা হলেন মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর। তিনিই প্রথম ব্রিটিশদের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে ধরেন।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, মনিকা এমন একজন নেতার গল্প শুনল যিনি অত্যাচারী এক শাসকের বিরুদ্ধে বাঁশের কেলা স্থাপন করে যুদ্ধ করেছিলেন। এখানে মূলত তিতুমীরের কথা বলা হয়েছে। কেননা তিনি বাঁশের কেলা নির্মাণ করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন।

তিতুমীর ১৭৮২ সালের ২৭ জানুয়ারি বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-চব্বিশ পরগনার বারাসাত মহকুমার অন্তর্গত চাঁদপুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সকল মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করেছেন। নীলকরদের অত্যাচার-নিপীড়নের দৃশ্যে মর্মাহত হয়ে তিতুমীর আইনি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে কোনো সুবিচার না পেয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেন। তিনি নারিকেলবাড়িয়ায় বাঁশের কেলা স্থাপন করেন। প্রাথমিকভাবে ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে প্রেরিত ইংরেজ সশস্ত্র বাহিনীকে তিনি পরাজিত করেন। পরবর্তীতে ইংরেজরা কর্নেল স্টুয়ার্টের অধীনে একটি শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করলে তিতুমীর ও তার অনুসারীরা তাদের বিপক্ষে সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন। কামান ও গোলাবর্ষণে বাঁশের কেলা ধ্বংস হয় এবং তিতুমীর পরাজিত হন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে তিতুমীরের এ সংগ্রামের প্রতিই ইজিত করা হয়েছে।

**ঘ** এ ধরনের একজন নেতা অর্থাৎ তিতুমীরের আন্দোলন বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছিল— উক্তিটি যথার্থ।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এমন অনেক নেতার সন্ধান পাওয়া যায়, যারা তাদের জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জনগণের মুক্তির জন্য কাজ করেছেন। তারা অনিয়ম অবিচারের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে যুদ্ধে নিয়োজিত করেছেন। হয়তো তারা সাময়িকভাবে পরাজিত হয়েছেন, তথাপি তাদের এ সকল আন্দোলন সংগ্রামের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এমনই একজন নেতা ছিলেন তিতুমীর। তিনি ইংরেজদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হন। তবে তার আন্দোলনের প্রভাব ছিল ব্যাপক।

তিতুমীরের বিদ্রোহ সফল হয়নি সত্য, তবে একে কোনোভাবেই নিরর্থক বলা যাবে না। অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে তদানীন্তন বাংলার নিপীড়িত কৃষক ও তাঁতীকুলের সমন্বয়ে পরিচালিত তিতুমীরের আন্দোলনকে একটি গণবিপ্লব বলা যেতে পারে। তার ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে। ইংরেজদের গোলাবর্ষণ নীলকর, জমিদারদের আক্রমণের মুখে তার বাঁশের কেলা ছিল দুঃসাহস আর দেশপ্রেমের প্রতীক, যা যুগে যুগে বাঙালিকে বিভিন্ন অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহস যুগিয়েছে। এ ইংরেজবিরোধী সংগ্রাম পরবর্তীকালের সকল আন্দোলনের প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। তিতুমীরের বিদ্রোহ সফল না হলেও এটি পরবর্তীকালে ভারতীয়দের মুক্তির সংগ্রামের প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে যে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ১৮৫৭ সালের মহা বিদ্রোহের মূলে তিতুমীরের এ বিপ্লব প্রেরণা উদ্ভেককারী হিসেবে ভূমিকা রেখেছিল। এভাবেই এ সংগ্রাম বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনকে আরো ত্বরান্বিত করেছিল।

**প্রশ্ন ২৭** এলাকার একটি সুপ্রতিষ্ঠিত কলেজ 'ক'। অধ্যক্ষ করিম সাহেবের নেতৃত্বে কলেজটি সুনামের সাথে পরিচালিত হয়ে আসছিল। তিনি সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেন এবং আলফাজ সাহেব নতুন অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি কলেজের আর্থিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। নিয়মানুযায়ী একাডেমিক দায়িত্ব পালন করেন কলেজের উপাধ্যক্ষ সাহেব। একাডেমিক বিষয়ের যাবতীয় ব্যয় তার দ্বারাই নির্বাহ করা হয়। এ ব্যাপারে নতুন অধ্যক্ষ সাহেবের যথাযথ সহযোগিতার অভাবে উপাধ্যক্ষ



সাহেবের পক্ষে একাডেমিক ব্যয় সংকুলান অসম্ভব হয়ে পড়ে। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ সাহেবের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এতে একাডেমিক কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কলেজের চলতি এইচ.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল বিপর্যয় ঘটে। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ সাহেবের দ্বন্দ্বের কারণে কলেজটি ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

(আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ)

- ক. বঙ্গভঙ্গ হয় কত সালে? ১  
খ. যোগ্য ও শক্তিশালী মুসলিম নেতৃত্বের অভাবই খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার মূল কারণ— ব্যাখ্যা করো। ২  
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্ষমতা ভাগাভাগি বাংলার ইংরেজ শাসনামলের প্রথম দিকের গৃহীত কোন শাসন ব্যবস্থাকে ইঙ্গিত করে। ৩  
ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের ন্যায় উক্ত শাসন ব্যবস্থাও বাংলার অর্থনীতিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল? যুক্তি দেখাও। ৪

### ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বঙ্গভঙ্গ হয় ১৯০৫ সালে।

খ. যোগ্য ও শক্তিশালী মুসলিম নেতৃত্বের অভাবই খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল।

খিলাফত আন্দোলনের এক পর্যায়ে মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদের মতো শীর্ষ স্থানীয় নেতৃত্বদের প্রেরণার পর মুসলমানদের মধ্যে যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে খিলাফত আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার মতো উপযুক্ত নেতার অনুপস্থিতির ফলে আন্দোলনে সাংগঠনিক দুর্বলতা দেখা দেয় এবং এক পর্যায়ে আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্ষমতা ভাগাভাগি বাংলায় ইংরেজ শাসনামলের প্রথমদিকে গৃহীত দ্বৈত শাসনব্যবস্থাকে ইঙ্গিত করে।

১৭৬৫ সালে দেওয়ানি সনদের মাধ্যমে লর্ড ক্লাইভ বাংলার সম্পদ লুণ্ঠনের একচেটিয়া অধিকার প্রাপ্ত হন। আবার নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করার জন্য ক্লাইভ এ দেশে একটি অভিনব শাসনব্যবস্থা চালু করেন, যা দ্বৈত শাসনব্যবস্থা নামে পরিচিত। এতে দেওয়ানি ও দেশ রক্ষার ব্যবস্থা থাকে কোম্পানির হাতে এবং বিচার ও শাসনভার থাকে নবাবের হাতে। উদ্দীপকেও ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভাগাভাগির এ দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' কলেজের অধ্যক্ষ আলফাজ সাহেব কলেজের আর্থিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন এবং একাডেমিক দায়িত্ব পালন করেন উপাধ্যক্ষ সাহেব। অধ্যক্ষ সাহেবের যথাযথ সহযোগিতার অভাবে উপাধ্যক্ষ সাহেবের পক্ষে একাডেমিক ব্যয় সংকুলান অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

ঘ. হ্যাঁ; আমি মনে করি, উদ্দীপকের ন্যায় উক্ত শাসন ব্যবস্থা অর্থাৎ দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা বাংলার অর্থনীতিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। দ্বৈতশাসনের অর্থ হলো দুইজনের শাসন। এ ব্যবস্থায় নিয়ামত বা বাংলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, ফৌজদারি বিচার, শান্তি রক্ষা, দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব ছিল নবাবের হাতে। অন্যদিকে বাংলার রাজস্ব আদায়, দেওয়ানি সংক্রান্ত বিচার, জমি-জায়গার বিবাদ সম্পর্কিত বিচার কোম্পানির ওপর ন্যস্ত হয়। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে পূর্ণ ক্ষমতা চলে যায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে। অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় নবাব পেল ক্ষমতাহীন দায়িত্ব আর কোম্পানি পেল দায়িত্বহীন ক্ষমতা। উদ্দীপকের দায়িত্ব ভাগাভাগির ক্ষেত্রে দ্বৈত শাসনের এ অভিনব নীতিরই প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে অধ্যক্ষ আলফাজ সাহেব কলেজের আর্থিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন এবং উপাধ্যক্ষ একাডেমিক ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব পালন করেন। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ সাহেবের মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে কলেজটি ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অনুরূপভাবে লর্ড ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈত শাসনব্যবস্থার ফলে বাংলার অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের মতোই দ্বৈত শাসনব্যবস্থা বাংলার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডকে ভেঙে দিয়েছিল; যার চূড়ান্ত পরিণতি ছিল বাংলার মহাদুর্ভিক্ষ বা ছিয়াত্তরের মনস্তর।

প্রশ্ন ২৮ বিংশ শতাব্দীর এক কালজয়ী পুরুষ অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ। তিনি একাধারে অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুসলিম প্রিন্সিপাল, বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, পাকিস্তান আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের

সদস্য, শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, বহু ভাষাবিদ, বরেন্দ্র সাহিত্যিক। মুসলিম লীগ হয়েও পাকবাহিনীর নৃশংসতায় ব্যথিত হয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সম্মাননা বর্জনকারী। জাতির এহেন ক্রান্তিকালে তার মতো সজ্জনের আবির্ভাব অতীব জরুরি।

(গাজীপুর সরকারি মহিলা কলেজ)

- ক. তিতুমীর বাঁশের কেলা কোথায় নির্মাণ করেন? ১  
খ. দ্বৈত শাসন বলতে কী বোঝ? ২  
গ. উদ্দীপকের অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁর সাথে নওয়াব আব্দুল লতিফের কী সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. বাংলার মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তির জাগরণে মোহাম্মেদান লিটারারি সোসাইটির অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

### ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. তিতুমীর নারিকেল বাড়িয়ায় বাঁশের কেলা নির্মাণ করেন।

খ. সৃজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ. উদ্দীপকের অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁর সাথে নবাব আব্দুল লতিফের অবদানের সাদৃশ্য রয়েছে।

উনিশ শতকের অন্যতম মুসলিম নেতা ও সমাজকর্মী নবাব আব্দুল লতিফ। ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে যখন বাংলার মুসলমানগণ হতাশাগ্রস্ত ও অসংগঠিত তখন তাদের পাশে যে কয়জন মনীষী এগিয়ে আসেন নবাব আব্দুল লতিফ তাদের মধ্যে অন্যতম।

উদ্দীপকে দেখা যায়, অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ বাংলার প্রথম মুসলিম প্রিন্সিপাল। তিনি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। অনুরূপভাবে নবাব আব্দুল লতিফও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। তার প্রচেষ্টায় ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারে কয়েকটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়। নবাব আব্দুল লতিফের প্রচেষ্টায় কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজি, ফার্সি বিভাগ খোলা হয়। তিনিই প্রথম মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থার দাবি জানান। ফলে ১৮৫৪ সালে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং সর্ব সম্প্রদায়ের ছাত্ররা এখানে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ইব্রাহিম খাঁর সাথে নবাব আব্দুল লতিফের শিক্ষা প্রসারের মিল রয়েছে।

ঘ. বাংলার মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তির জাগরণে মোহাম্মেদান লিটারারি সোসাইটির অবদান অপরিমিত।

১৮৬৩ সালে নবাব আব্দুল লতিফ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মোহাম্মেদান লিটারারি সোসাইটি ছিল মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক অঙ্গনে একমাত্র সংগঠন। এ সমিতির উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে জনমত তৈরি করা এবং তাদেরকে পরিবর্তিত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করা। মুসলমানদের সার্বিক উন্নয়নে এ সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলার মুসলমানদের সাহিত্যিকর্ম ও শিক্ষায় উৎসাহী করে তোলার লক্ষ্যে মোহাম্মেদান লিটারারি সোসাইটির মাসিক সভায় ইতিহাস, বাণিজ্য, কলা, কৃষিবিদ্যা, ভূগোলসহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় ও সমাজ উন্নয়নমূলক নানা বিষয় আলোচনা করা হতো। এ সোসাইটির মাধ্যমে কলকাতা মাদ্রাসার ইংরেজি ভাষায়ও সাহিত্য বিভাগ খোলা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সোসাইটি বাংলার মুসলমানদের একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে। এ সোসাইটিতে মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় সমস্যার ওপর আলোচনা হতো। মুসলিম ভাবধারা ও চিন্তা-চেতনার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার সমন্বয় সাধনের জন্য মোহাম্মেদান লিটারারি সোসাইটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ সোসাইটি মুসলমানদের প্রতি অন্যায় আচরণমূলক আইনগুলো সম্পর্কে সরকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে মুসলমানদের দুর্ভোগ লাঘব করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে। প্রগতিশীল কার্যাবলি ও চিন্তাধারার জন্য এ সোসাইটি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। স্যার সৈয়দ আহমদ খান এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এ সোসাইটির উদ্যোগের ফলে মুসলমানরা সচেতন হয় এবং আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলার মুসলমানদের পুনর্জাগরণে মোহাম্মেদান লিটারারি সোসাইটির ভূমিকা অগ্রগণ্য।



**প্রশ্ন ২৯** নাসির সাহেব যে এলাকার মানুষ সে এলাকায় এক সময় তেমন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। ফলে এলাকার মানুষ অশিক্ষা ও কৃশিক্ষায় আচ্ছন্ন ছিল। পার্শ্ববর্তী এলাকায় স্কুল কলেজ থাকায় সেখানকার লোকজনের চেয়ে নাসির সাহেবের এলাকার মানুষ ছিল সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে। তাই এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবার লক্ষ্যে নাসির সাহেব তার এলাকায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং গরিব ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অর্থ সহায়তার ব্যবস্থা করেন।

*[বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ]*

- ক. হাজি মুহম্মদ মোহসিন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? ১
- খ. মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের নাসির সাহেবের এলাকার লোকজনের সাথে ভারতের কোন জাতির সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. শিক্ষা-বিস্তারে নাসির সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে হাজি মুহম্মদ মোহসিনের কর্মকাণ্ডে বিশদ বর্ণনা দাও। ৪

### ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** হাজি মুহম্মদ মোহসিন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের হুগলিতে জন্মগ্রহণ করেন।

**খ** ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষের কারণে মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে।

ইংরেজরা মুসলমানদের হাত থেকেই ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল। ভারতবর্ষের প্রভু হয়েই ইংরেজ সরকার ভারতীয় মুসলমানদের ওপর দমন ও শোষণ নীতি গ্রহণ করেছিল। ফলে মুসলমানদের মনে ইংরেজদের প্রতি বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হয়। তাছাড়া ইংরেজরা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণেও মুসলমানগণ তাদের শাসনকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। এ সকল কারণেই তারা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত নাসির এলাকার লোকজনের সাথে ব্রিটিশ শাসিত ভারতের বাঙালি জাতির সামঞ্জস্য দেখা যায়।

পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট পরাজয়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা হারিয়ে বাঙালি জাতি এক অনিশ্চয়তার অন্ধকারে নিপতিত হয়। আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবক্ষয়ে বাঙালি জাতি নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। ব্রিটিশদের সকল কাজকর্ম কলকাতাকেন্দ্রিক হওয়ার কারণে এ অঞ্চলে শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নতি ঘটলেও পূর্ব বাংলার জনগণ এ থেকে চরম বঞ্চিত হওয়ার শিকার হয়। উদ্দীপকেও এ বিষয়ের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, নাসির সাহেব এলাকার চেয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজন তাদের এলাকায় স্কুল, কলেজ এবং মাদরাসা থাকায় সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে গেছে। ফলে নাসির সাহেবের এলাকা অনেক পিছিয়ে পড়েছে। অনুপভাবে ব্রিটিশ শাসনামলে পূর্ব বাংলার বাঙালিরা বিশেষ করে মুসলমানগণ পশ্চিম বাংলার চেয়ে অনেক পিছিয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সরকারের রাজধানী কলকাতায় হওয়ার কারণে সেখানে অনেক স্কুল, কলেজ, মাদরাসা গড়ে ওঠে। এছাড়া সে অঞ্চলে বিভিন্ন কলকারখানা, অফিস আদালতও গড়ে ওঠে। সেই তুলনায় পার্শ্ববর্তী পূর্ব বাংলা এ সকল ক্ষেত্রে অবহেলিত হতে থাকে। প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবে এ অঞ্চলের জনগণ শিক্ষা অর্জন থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে পড়ে। উদ্দীপকেও এ বিষয়ের প্রতিচ্ছবি লক্ষ করা যায়।

**ঘ** উদ্দীপকে শিক্ষা বিস্তারে নাসির সাহেবের অবদানের সাথে হাজি মুহম্মদ মোহসিনের অবদানের সাদৃশ্য রয়েছে।

ব্রিটিশ শাসনামলে বাঙালি জাতি বিশেষ করে মুসলমানগণ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। শিক্ষা-দীক্ষা সকল ক্ষেত্রে তারা অনেক পিছিয়ে পড়ে। জাতির এমন দুর্দিনে বাংলায় কয়েকজন চিন্তাশীল মনীষীর আবির্ভাব ঘটে। তাদের নানামুখী তৎপরতায় এ অঞ্চলের জনগণের শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। এমনই একজন মনীষী ছিলেন হাজি মুহম্মদ মোহসিন, যার কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকের নাসির সাহেবের কর্মকাণ্ডের মধ্যে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, নাসির সাহেব শিক্ষাক্ষেত্রে তার এলাকার জনগণকে পিছিয়ে পড়তে দেখে নিজ এলাকায় একটি ডিগ্রি

কলেজ, একটি হাই স্কুল, একটি গার্লস স্কুল এবং একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য অর্থ সহায়তাও করেন। একইভাবে হাজি মুহম্মদ মোহসিনও দরিদ্র মুসলমানদের শিক্ষা প্রসারের জন্য অনেক অবদান রাখেন। তার গঠিত ফান্ডের টাকা দিয়ে হুগলি মাদরাসা ও হুগলি মোহসিন কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ টাকা দিয়ে গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। তার ফান্ডের টাকা দিয়ে নতুন নতুন আরও স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও ছাত্রদের আবাসিক হোস্টেল নির্মাণ করা হয়। তার টাকায় ঢাকা, হুগলি, চট্টগ্রাম, রাজশাহীতে মাদরাসা ও ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাঙালিদের শিক্ষা বিস্তারে হাজি মুহম্মদ মোহসিন অপরিমিত অবদান রেখেছেন।

**প্রশ্ন ৩০** ১৯ শতকের শেষ দিকে ফ্রান্স ভিয়েতনাম আক্রমণ করে। তারা দেশটিকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করে। ফরাসিদের উদ্দেশ্য ছিল ভিয়েতনামিদের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে দুর্বল করে দেয়া। তারা ভিয়েতনামকে ভাগ করে ভিয়েতনামের সম্পদ নিজেদের কৃদ্ধিগত করতে তৎপর হয়। পরবর্তীতে ভিয়েতনামের উপনিবেশবাদ বিরোধীরা সাম্যবাদী দলের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে ফরাসিদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

*[নিউ গভর্ন জিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]*

- ক. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তক কে? ১
- খ. মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করছিল কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে ভিয়েতনাম ভাগের সাথে তোমার পঠিত বঙ্গভঙ্গের সাথে মিল কোথায়? চিহ্নিত করো। ৩
- ঘ. বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুদের আন্দোলনের সাথে ভিয়েতনামের স্বাধীনতা আন্দোলনের কোনো যোগসূত্র আছে কী? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

### ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তক লর্ড কর্ণওয়ালিস।

**খ** স্বার্থের অনুকূলে ছিল বলে মুসলমানগণ ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ কার্যক্রমটি সমর্থন করেছিল।

বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানরা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ, উন্নতি এবং একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভের সম্ভাবনা দেখতে পায়। তাই নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ বঙ্গভঙ্গের পক্ষে মুসলিম জনমতকে সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন। তিনি মনে করতেন বঙ্গভঙ্গ মুসলমানদের উদ্দীপ্ত করেছে কর্ম-সাধনায় এবং সংগ্রামে। সর্বোপরি বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা পেয়েছিল। তাই তারা এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিল।

**গ** উদ্দীপকের ভিয়েতনাম ভাগের সাথে বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক কারণের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

‘ভাগ কর ও শাসন কর’ নীতি বা বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে শাসন কার্যক্রম পরিচালনার নীতি হলো ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের একটি চিরায়ত পদ্ধতি। নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে তারা শাসনাত্মক অঞ্চলকে ভাগ করার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনার মূলে কুঠারাঘাত করত। এভাবে তারা তাদের অন্যায় শাসনকে আরও স্থায়ী করার চেষ্টা চালাত। উদ্দীপকের ভিয়েতনাম ভাগের ক্ষেত্রেও এরূপ পরিস্থিতি লক্ষণীয়।

উনিশ শতকের শেষ দিকে ভিয়েতনাম যখন ফ্রান্সের উপনিবেশে পরিণত হয় তখন ফ্রান্স ভিয়েতনামকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভিয়েতনামিদের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে দুর্বল করে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করা। উপনিবেশবাদের এই রাজনৈতিক ধারা ভারতীয় উপমহাদেশের বঙ্গভঙ্গের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। বিশ শতকের শুরুতে ভারতে যে ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয় তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল বাংলা, বিশেষত এর রাজধানী কলকাতা। তাই বাংলাকে বিভক্ত করে ব্রিটিশরা বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি নষ্ট করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার অশুভ উদ্দেশ্যই ছিল তাদের মূল পরিকল্পনা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে উল্লিখিত ভিয়েতনাম ভাগ এবং বঙ্গভঙ্গের পেছনে রাজনৈতিক কারণই মুখ্য হয়ে ওঠে।



যা স্ব স্ব স্বার্থরক্ষার দিক বিবেচনায় বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুদের আন্দোলনের সাথে ভিয়েতনামের স্বাধীনতা আন্দোলনের যোগসূত্র স্থাপন করা যায়।

যেকোনো আন্দোলনের পেছনে স্বার্থ রক্ষার বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। উদ্দীপকের ভিয়েতনামিদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পেছনে তাদের স্বার্থ ছিল উপনিবেশ থেকে মুক্তি লাভ করা। অন্যদিকে, বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুদের আন্দোলনের পেছনে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত ছিল।

উদ্দীপক থেকে দেখা যায়, আন্দোলনের মাধ্যমে ভিয়েতনাম (১৯৫৪ সালে) ফ্রান্সের উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। ফ্রান্স ভিয়েতনামকে ভাগ করেও তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে বুঝতে পারেনি। তাই স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে ভিয়েতনামিরা আবার এক হয়েছে। ভিয়েতনামিদের এই স্বাধীনতা আন্দোলনের আরেক রূপ যেন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দুদের আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে নতুন প্রদেশে পৃথক হাইকোর্ট গঠনের সিদ্ধান্তে হিন্দু আইনজীবীদের বৈষয়িক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এতে তারা শঙ্কিত হয়ে পড়ে। বস্তুত তারা মনে করেছিলেন, নতুন প্রদেশে মুসলমানদের রাজত্ব হবে এবং হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে। এ কারণে তারা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে এবং বঙ্গভঙ্গকে মাতৃভূমি বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করে। পরবর্তীতে হিন্দুদের আন্দোলনের ফলে ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করে।

পরিশেষে বলা যায়, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দুদের আন্দোলন ও ভিয়েতনামিদের স্বাধীনতা আন্দোলন পরোক্ষভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ।

**প্রশ্ন ৩১** সবুজ ইতিহাস গ্রন্থ পাঠে জানতে পারে একটি দেশের দখলদার সরকার প্রশাসনিক সুবিধার্থে দেশের একটি বড় প্রদেশকে দুটি ভাগে ভাগ করে। কিন্তু একটি বিশেষ অংশের জনগণের আন্দোলনের মুখে কয়েক বছর পর এ বিভক্তি রদ করা হয়।

(দিনাজপুর সরকারী কলেজ)

- ক. বাঁশের কেলা কে নির্মাণ করেন? ১
- খ. লাহোর প্রস্তাব কী? ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে তোমার পঠিত বই-এ কোন বিভক্তি ও রদের কথা বলা হয়েছে বিশ্লেষণ করো। ৩
- ঘ. পাঠ্য-পুস্তকে উল্লিখিত বিভক্তি এবং রদের ফলে নতুন প্রদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কী সুফল এনেছিল? আলোচনা করো। ৪

### ৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** বাঁশের কেলা নির্মাণ করেন মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর।

**খ.** মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তা লাহোর প্রস্তাব নামে পরিচিত।

১৯৪০ সালের ২৩ শে মার্চ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ. কে ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। এ প্রস্তাবে ভারতের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোতে স্বাধীন রাষ্ট্র ও স্বার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়।

**গ.** উদ্দীপকের ঘটনাটি বাংলার ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গের এবং বঙ্গভঙ্গ রদের কথা মনে করিয়ে দেয়।

ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন তাইসরয় থাকাকালীন ১৯০৫ সালে ১৬ অক্টোবর বাংলা ভাগ করেন। এ বিভক্তি উপমহাদেশের ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ নামে সুপরিচিত। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার ফলে ভারতীয়দের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়, যা উদ্দীপকেও লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে লক্ষণীয় যে, সবুজ ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করে জানতে পারে একটি দেশের দখলদার সরকার প্রশাসনিক সুবিধার্থে দেশের একটি বড় প্রদেশকে দুটি ভাগে ভাগ করে কিন্তু একটি বিশেষ অংশের জনগণের আন্দোলনের মুখে কয়েক বছর পর এ বিভক্তি রদ করা হয়। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা হয়। এজন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। এছাড়া পুঁজিপতি,

শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, জমিদার, আইনজীবী, সংবাদপত্রের মালিক, রাজনীতিবিদ ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষায় বা জাতীয় ঐক্যের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ফলে ১৯১১ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন। উদ্দীপকে বর্ণিত একটি দেশের বড় প্রদেশকে দুইটি অংশে ভাগ করে পুনরায় তা একটি দেশে পরিণত করার সাথে বাংলার ইতিহাসের ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এবং ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদের সাদৃশ্য রয়েছে।

**ঘ.** পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বিভক্তি অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে নতুন প্রদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সুফল বয়ে এনেছিল।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করা হয় এবং ১৯১১ সালে তা রদ করা হয়। বঙ্গভঙ্গের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। পূর্ব বাংলার জনগণের কাছে বঙ্গভঙ্গ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। উদ্দীপকেও বঙ্গভঙ্গ ঘটনার বিষয়টিই লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের সবুজ ইতিহাস গ্রন্থ পাঠে বঙ্গভঙ্গ ও তার রদ সম্পর্কে জানতে পারে। বঙ্গভঙ্গ পূর্ব বাংলার রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের মুসলিম সমাজ ও রাজনীতিতে বঙ্গভঙ্গের ফলে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকায় হাইকোর্ট ভবন, সেক্রেটারিয়েট আইন পরিষদ ভবনসহ বিভিন্ন ইমারত নির্মিত হতে থাকে মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ সচেতন হয়ে ওঠায় তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত হয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও আশাব্যঞ্জক প্রভাব পড়ে। ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতি অর্জিত হয়। পূর্বে সকল রাজনৈতিক, সামাজিক অর্থনীতির মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল কলকাতা। বঙ্গভঙ্গের ফলে নতুন গঠিত প্রদেশের নানাবিধ উন্নতি সাধিত হয়। মুসলমানরা নিজেদের অধিকার আদায়ে একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠন করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বঙ্গভঙ্গের ও তা রদের ফলে পূর্ব বাংলার জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়েছিল।

**প্রশ্ন ৩২** বাসির উদ্দিন মোল্লা অগাধ ধন-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। কিন্তু তিনি অপুত্রক হওয়ায় তার সমস্ত সম্পত্তি মৃত্যুর পূর্বে মেয়ের জামাই হাবুন মিয়াকে উইল করে দিয়ে যান। হাবুন মিয়া চরাঞ্চলের একজন উচ্চ শিক্ষিত মানুষ হলেও তার এলাকায় কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। তাই হাবুন মিয়া প্রাপ্ত অর্থ ব্যয়ে স্বশুরের নামে একটি কলেজ, মায়ের নামে একটি মাদ্রাসা এবং নিজ নামে স্কুল অত্র এলাকায় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি গরিব ও মেধাবী ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। ফলে এসময়ে গরিব ও মেধাবী ছেলে মেয়েরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়।

(ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর)

- ক. পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী কে? ১
- খ. ছিয়াত্তরের মন্ত্রস্তর কেন ঘটেছিল? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের বাসির উদ্দিন মোল্লার সাথে ইজিতকৃত কোন ব্যক্তির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকে হাবুন মিয়ার কর্মকাণ্ডের ন্যায় ইজিতকৃত ব্যক্তির কর্মকাণ্ড শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। ৪

### ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক।

**খ.** লর্ড ক্রাইভের প্রবর্তিত হ্রৈত শাসনের ফলে এবং প্রাকৃতিক কারণে বাংলায় মহাদুর্ভিক্ষ বা ছিয়াত্তরের মন্ত্রস্তর ঘটেছিল।

হ্রৈত শাসনব্যবস্থায় কোম্পানি রাজস্ব সংগ্রহে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে বাংলার জনগণের অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। তাছাড়া ১৭৬৮ সাল থেকে ১৭৭০ সাল পর্যন্ত টানা তিন বছর বৃষ্টির অভাবে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। ভালো ফসল না হওয়ার পরও কোম্পানি করের হার না কমিয়ে বরং বৃদ্ধি করতে থাকে। যার চূড়ান্ত ফলাফল হিসেবে ১৭৭০ সালে দেখা দেয় মহাদুর্ভিক্ষ। বাংলা ১৭৭৬ সনে এ দুর্ভিক্ষ হয় বলে একে ছিয়াত্তরের মন্ত্রস্তর বলা হয়।



**গ** উদ্দীপকের বাসির উদ্দিন মোল্লার সাথে হাজি মুহম্মদ মোহসিনের বৈপ্লবিক বোন মনুজানের মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে বাসির উদ্দিন মোল্লা যেমন তার অগাধ সম্পত্তি মৃত্যুর পূর্বে মেয়ের জামাই হাবুন মিয়াকে উইল করে যান তেমনি মনুজানও তার সকল সম্পত্তি হাজি মুহম্মদ মোহসিনকে দিয়ে যান।

হাজি মুহম্মদ মোহসিনের মাতা জয়নব খানমের তার পিতা হাজী ফয়জুল্লাহর সাথে বিয়ে হওয়ার পূর্বে আগা মোতাহার বলে একজন ধনাঢ্য ইরানি ব্যবসায়ীর সাথে বিয়ে হয়েছিল। মনুজান ছিলেন আগা মোতাহারের ঔরসজাত সন্তান। হুগলি, যশোর, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া অঞ্চলে আগা মোতাহারের বিস্তীর্ণ জায়গির ভূমি ছিল। তিনি তার এ ভূ-সম্পত্তি তার একমাত্র সন্তান মনুজানের নামে উইল করে দেন। তাছাড়া মনুজানের স্বামী হুগলির নায়েব-ফৌজদার সালাউদ্দিনের বিপুল সম্পত্তি ছিল। স্বামীর অকাল মৃত্যুতে মনুজান তার সম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী হন। বিধবা নিঃসন্তান মনুজান তার এ বিশাল ধন সম্পত্তি তদারকি ও পরিচালনার জন্য তার ভাই হাজি মুহম্মদ মোহসিনকে অনুরোধ করেন। বোনের অনুরোধে সাড়া দিয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন। ১৮০৩ সালে মনুজানের মৃত্যুর পর হাজি মুহম্মদ মোহসিন তার সৈয়দপুর জমিদারিসহ সমস্ত সম্পত্তির মালিক হন। আর এসব সম্পত্তি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করেন।

**ঘ** হ্যাঁ, আমি মনে করি উদ্দীপকে হাবুন মিয়া'র কর্মকাণ্ডের ন্যায় ইজিতপূর্ণ ব্যক্তি অর্থাৎ হাজি মুহম্মদ মোহসিনের কর্মকাণ্ড শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।

মহসীন সকল ধর্মের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সাহায্য করতেন। তার টাকায় হুগলি, ইমামবাড়া, কলেজ, মাদ্রাসা ও ছাত্রাবাস তৈরি হয়। তিনি নিজের প্রয়োজনের জন্য সামান্য অর্থ রেখে বাকি অর্থ গরিব-দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। ১৭৬৯-১৭৭০ সালের সরকারি রেকর্ডপত্রে হাজি মুহম্মদ মোহসিনকে একজন মানব হিতৈষী ব্যক্তিরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাজি মুহম্মদ মোহসিন যেমন শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং গরিব ও মেধাবী ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেন, ঠিক একইভাবে হাবুন মিয়াও পশ্চাৎপদতা, অনগ্রসরতা দূর করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। হাবুন মিয়া যে জনহিতৈষী কাজ করেছেন হাজি মুহম্মদ মোহসিনকে তার আদর্শ মানব বলা যায়। তার কর্মকাণ্ড মহসীনের কৃতিত্বকে নতুনভাবে তুলে ধরেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকে হাবুন মিয়া ভিন্ন আজিকে হাজি মুহম্মদ মোহসিনের কৃতিত্ব তুলে ধরেছে। তার কর্মকাণ্ড শিক্ষা বিস্তারে অসামান্য অবদান রেখেছে।

**প্রশ্ন ৩৩** বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জার্মানির পশ্চিমাঞ্চলের জনগণের চেয়ে পূর্বাঞ্চলের জনগণ অনুন্নত ও অবহেলিত ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের শাসকগোষ্ঠীর বৈরী মনোভাব আর পূর্বাঞ্চলের জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পূর্ব জার্মানি ও পশ্চিম জার্মানি নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র জন্ম লাভ করে। এ বিভক্তির ফলে উভয় দেশের জনগণের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। জনগণের একটি অংশ এ বিভক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। অবশেষে প্রবল আন্দোলনের মুখে দুই জার্মানিকে পুনরায় একত্রীকরণ করা হয়।

- ক. মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কে? ১  
খ. ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল কেন? ব্যাখ্যা করো। ২  
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুই জার্মানির বিভক্তি ব্রিটিশ বাংলার কোন ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. তুমি কি মনে করো, জার্মানির পুনরায় একত্রীকরণ এর সাথে ইজিতকৃত ঘটনার পরিণতিতে কি একই ছিল? মতামত দাও। ৪

#### ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** নবাব আবদুল লতিফ মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা।

**খ** সৃজনশীল ৫ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**গ** সৃজনশীল ৪ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** সৃজনশীল ৪ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ৩৪** সুহেল ও ফিরোজ দুই ভাই। পিতার মৃত্যুর পর তার প্রতিষ্ঠিত সোনার দোকানের মালিকানা নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। দ্বন্দ্বের এক পর্যায়ে তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, বড় ভাই সুহেল সোনার দোকান পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন এবং ছোট ভাই ফিরোজ সংসার দেখাশুনা করবেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বড় ভাই দোকান এবং ছোট ভাই সংসার দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। কিন্তু দোকানের আয় থেকে ছোট ভাইকে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান না করায় উভয়ের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দেয়। যার ফলে বাবার প্রতিষ্ঠিত সোনার দোকানটি ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

- ক. ওহাবী মানে কী? ১  
খ. নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সময় সংঘটিত অন্ধকূপ হত্যাকাণ্ডকে তথাকথিত বলা হয় কেন? ২  
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্ষমতা ভাগাভাগি বাংলায় ইংরেজ শাসনামলের প্রথমদিকে গৃহীত কোন শাসন ব্যবস্থাকে ইজিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের ন্যায় উক্ত শাসন ব্যবস্থাও বাংলার অর্থনীতিতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

#### ৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ওহাবী হলো ইসলামের একটি শাখাগোষ্ঠী।

**খ** অন্ধকূপ হত্যা ছিল নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে প্রচারিত একটি মিথ্যা অভিযোগ। তাই এ হত্যাকাণ্ডকে তথাকথিত বলা হয়। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার নিকট বন্দি হলওয়েল মিথ্যা প্রচারণা চালায়। সে নবাবের আদেশে ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দিকে ১৮ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১৪,১০ ফুট প্রস্থবিশিষ্ট ছোট একটি কক্ষে রাখা হয়েছিল। জুন মাসের প্রচণ্ড গরমে এদের মধ্যে ১২৩ জন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। বাকি ২৩ জন কোনো রকমে বেঁচে যায়। হলওয়েল কর্তৃক প্রচারিত ভিত্তিহীন কাহিনী 'অন্ধকূপ হত্যা' নামে পরিচিত।

**গ** সৃজনশীল ৫ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ৩৫** ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের আয়তন দিন দিন বেড়েই চলেছে। সেই সাথে বাড়ছে লোকসংখ্যা। একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র থেকে এ বিশাল সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক ও জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি পরিচালনা করা খুবই কষ্টসাধ্য। তাই প্রশাসনিক ও অন্যান্য কাজের সুবিধার জন্য ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ভেঙে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা- ঢাকা সিটি কর্পোরেশন উত্তর ও ঢাকা সিটি কর্পোরেশন দক্ষিণ। এর উদ্দেশ্য হলো জনগণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

- ক. খেলাফত আন্দোলনের নেতার নাম কী? ১  
খ. লাহোর প্রস্তাব কী? ২  
গ. ঢাকা সিটি কর্পোরেশন বিভক্তির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. তুমি কি মনে কর শুধু প্রশাসনিক সুবিধার জন্যই উক্ত ঘটনা ঘটেছিল? যুক্তি দাও। ৪

#### ৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** খেলাফত আন্দোলনের নেতা মোহাম্মদ আলী।

**খ** লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা। ভারতের যেসব অঞ্চল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের সমন্বয়ে একাধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হবে। এভাবে গঠিত স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের অজারাজ্যগুলো থাকবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম। অর্থাৎ আঞ্চলিক স্বাধিকার, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও সার্বভৌমত্ব অর্জনের দাবিই ছিল লাহোর প্রস্তাবের মূল বিষয়। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ঐতিহাসিক এ লাহোর প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন।

**গ** ঢাকা সিটি কর্পোরেশন বিভক্তির সাথে পাঠ্যবইয়ের বঙ্গভঙ্গের সাদৃশ্য রয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ ঘটনা ইঙ্গ-মুসলমানদের মধ্যে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। ভারতের



বড়লাট লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা দেন। ভাগ হবার পূর্বে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও আসামের কয়দংশ নিয়ে গঠিত ছিল বাংলা প্রদেশ বা বাংলা প্রেসিডেন্সি। বাংলা প্রদেশের আয়তন বিশাল হবার কারণে ১৮৫৩ থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত এর সীমানা পুনর্বিন্যাসের অনেক প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকার মহলে উপস্থাপিত হয় যার ফলে বঙ্গকে বিভক্ত করা হয়।

হাজি মুহম্মাদ মোহসিন শিফারি পেছনে তার সম্পদ ব্যয় করেন।

**খ** না আমি মনে করি প্রশাসনিক সুবিধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা বঙ্গভঙ্গের প্রধান কারণ হলেও এর পেছনে আরও অনেক কারণ ছিল। বঙ্গভঙ্গের পেছনে ব্রিটিশ সরকারের অনেক বড় রাজনৈতিক স্বার্থও জড়িত ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে ভারতীয়দের মধ্যে আত্মসচেতনতা ও রাজনৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। ফলে তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। এসব আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা। তাই লর্ড কার্জন ঢাকাকে রাজধানী করে কলকাতাভিত্তিক ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকে থামিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে এ আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে ওঠে। এই জাতীয়তাবাদী চেতনা ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থের অনুকূলে ছিল না। তাই সুচতুর ব্রিটিশ সরকার তাদের চিরাচরিত ‘ভাগ কর ও শাসন কর’ নীতি চরিতার্থ করার জন্য বাংলা প্রেসিডেন্সির জনসাধারণের মাঝে সাম্প্রদায়িক বীজ ছড়িয়ে দেয়। এই সময় পূর্ব বাংলার জনগণ নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগঠিত হয় এবং পৃথক আবাস ভূমির দাবি তোলে। এই দাবি পূরণের ফলস্বরূপ বঙ্গভঙ্গ সম্পন্ন হয়। এছাড়া বঙ্গভঙ্গের পিছনে সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণও মুখ্য ছিল। তাই বলা যায় যে, শুধু প্রশাসনিক সুবিধার জন্যই বঙ্গভঙ্গ ঘটেনি।

দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা যেমন তার সকল ধন-সম্পদ আর্তমানবতার সেবায় এবং শিক্ষা বিস্তারে ব্যয় করেন, ঠিক একইভাবে হাজি মুহম্মদ মোহসিনও তার সকল সম্পত্তি জনহিতকর কাজে ব্যয় করেন। হাজি মুহম্মদ মোহসিন তার সমুদয় অর্থ শিক্ষা বিস্তার, চিকিৎসা এবং দরিদ্র মানুষের কল্যাণে ব্যয় করেন।

শিক্ষা বিস্তারে হাজি মুহম্মদ মোহসিন হুগলিতে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর প্রভৃতি স্থানের মাদ্রাসার উন্নতি সাধনে প্রচুর অর্থ দান করেন। মৃত্যুর ছয় বছর পূর্বে ১৮০৬ সালে একটি ফান্ড গঠন করে জনহিতকর কাজে সমস্ত সম্পত্তি দান করেন। মহসীন ফান্ডের অর্থে তার মৃত্যুর পর ১৮৩৬ সালে হুগলি মহসীন ফান্ড, হুগলি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং ১৮৪৮ সালে হুগলিতে ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া হুগলি, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহীতে মাদ্রাসা ও ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করা হয়। মোহসিন ফান্ডের বৃত্তির অর্থে হাজার হাজার মুসলমান তরুণ উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। বাংলার মুসলমান সমাজকে যারা পাশ্চাত্য শিক্ষার পথ দেখিয়েছিলেন, তাদের অগ্রদূত সৈয়দ আমীর আলীও ছিলেন সুবিধা প্রাপ্ত একজন। উদ্দীপকের দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা যেমন আত্মমানবতার সেবায় শিক্ষা বিস্তারে নিজের সকল অর্থ ব্যয় করেছেন, ঠিক একইভাবে হাজি মুহম্মদ মোহসিনও তার সকল অর্থ নিজে ভোগ না করে জনহিতকর কাজে ব্যয় করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায়, হাজি মুহম্মদ মোহসিন ছিলেন অত্যন্ত দানশীল এবং বিদ্যানুরাগী, যা তাকে জনহিতকর কাজে অর্থ ব্যয়ে প্রেরণা দিয়েছে।

**প্রশ্ন ▶ ৩৭** সৌদি আরবে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন মুহম্মদ বিন আব্দুল ওহাব। মুসলিম সমাজে পিরপূজা, কবরপূজা, কোনো উদ্দেশ্য পূর্ণ করবার জন্য মানত প্রভৃতি কুসংস্কার সমাজে প্রচলিত ছিল। তিনি এগুলোর তীব্র নিন্দা করেন। পিরপূজা, দরবেশদের পূজা, কবর দর্শন প্রভৃতি তিনি নিষিদ্ধ করেন। তার পরিচালিত এই আন্দোলন “ওহাবি আন্দোলন” নামে পরিচিতি ছিল। তার এই আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি তৎকালীন আরব সমাজকে নানা কুসংস্কার থেকে মুক্ত করেন এবং জনগণকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলে।

(নেবিহার সূজাত ডানী সরকারি কলেজ, কুমিল্লা)

ক. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কত স্থিতিতে দেওয়ানি লাভ করে? ১  
খ. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের প্রভাব কীরূপ ছিল? ২  
গ. উদ্দীপকের সমাজ সংস্কারকের সাথে তোমার পঠিত কোন  
সমাজ সংস্কারকের মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের সংস্কারের ন্যায় উক্ত সংস্কারকের  
সংস্কার আন্দোলন এক ও অভিন্ন? যৌক্তিক মত দাও। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভ করে।

■ ব। ভারতীয় উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য।

দেওয়ানি লাভের ফলে কোম্পানি আইনত ও কার্যত বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী হয়। দেওয়ানি লাভের মধ্য দিয়েই কোম্পানি বাংলায় হৈতশাসন প্রবর্তন করার সুযোগ লাভ করে। ফলে বাংলার অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ দেওয়ানি শাসনের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী পর্যায়ে প্রথমে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা এবং পরে সমগ্র ভারতে কোম্পানির রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বিস্তার ঘটে।



গ. উদ্দীপকের সমাজ সংস্কারকের সাথে আমার পঠিত সমাজ সংস্কারক হাজী শরীয়তুল্লাহর মিল লক্ষ করা যায়।

ভারতীয় উপমহাদেশে যেসব ধর্মীয় নেতা সমাজ সংস্কারক ছিলেন তার মধ্যে হাজী শরীয়তুল্লাহ অন্যতম। তৎকালীন মুসলমান সমাজে প্রচলিত কবরপূজা, পিরপূজা, উরস ও মানতের মতো নানা ধর্মীয় কুসংস্কার ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখে তিনি উদ্বিগ্ন হন এবং এগুলোর তীব্র নিন্দা করেন। তিনি কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কবরপূজা, নৃত্যগীত ইত্যাদি শিরক ও অনৈসলামিক কর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য মুসলমানদের উপদেশ দেন। পূর্ব বাংলায় অধঃপতিত মুসলিম সমাজে বিদ্যমান নানাবিধ কুসংস্কার দূরীকরণ ও ইসলাম ধর্মের আদি অবস্থায় ফিরে যাওয়ার মানসিকতা নিয়ে আল্লাহ মনোনীত সকল ফরজ কাজ সম্পাদনের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তার এ আন্দোলন ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, সৌদি আরবে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূচনাকারী মুহম্মদ বিন আব্দুল ওহাব মুসলিম সমাজে পিরপূজা, কবরপূজা, কোনো উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য মানত প্রভৃতি কর্মকাণ্ডকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তার পরিচালিত এ আন্দোলন ওহাবি আন্দোলন নামে পরিচিত। তিনি এ আন্দোলনের মাধ্যমে তৎকালীন আরব সমাজকে নানা কুসংস্কার থেকে মুক্ত করেন এবং জনগণকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলেন। ঠিক এভাবেই হাজী শরীয়তুল্লাহ ফরায়েজি আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজে ধর্মীয় জাগরণের পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবে সচেতনতা সৃষ্টি করেছিলেন। সুতরাং বোঝা যায়, উদ্দীপকের সমাজ সংস্কারের সাথে হাজী শরীয়তুল্লাহর সমাজ সংস্কার সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ. হ্যাঁ, উদ্দীপকের সংস্কারকের সংস্কার আন্দোলন এবং হাজী শরীয়তুল্লাহ প্রবর্তিত আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি এক ও অভিন্ন বলে আমি মনে করি।

ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনগুলোর মধ্যে হাজী শরীয়তুল্লাহ প্রবর্তিত ফরায়েজি আন্দোলন অন্যতম। তার এ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল একদিকে মুসলমানদেরকে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে সচেতন করে তোলা এবং অন্যদিকে ব্রিটিশদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করা। তৎকালীন মুসলিম সমাজকে কবরপূজা, পিরপূজা, মানত করা প্রভৃতি ধর্মীয় কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। ইসলামের মূলনীতি অর্থাৎ ফরজের দিকে মুসলমানদের পরিচালিত করাই হাজী শরীয়তুল্লাহর এ আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। একইভাবে উদ্দীপকের সমাজ সংস্কারকও তার ওহাবি আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে পিরপূজা, কবরপূজা, মানত, পির-দরবেশদের প্রতি অনুরক্ত থাকা প্রভৃতি নানাবিধ কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে ইসলামের মূলনীতি তথা প্রকৃত ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রচেষ্টা চালান। এছাড়া তিনি তৎকালীন আরব সমাজকে নানা কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার পাশাপাশি ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলেন। হাজী শরীয়তুল্লাহও তার ফরায়েজি আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলিম জাগরণের পাশাপাশি অত্যাচারী ব্রিটিশ নীলকর ও হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণকে প্রতিবাদী করে তুলতে সক্ষম হন। তিনি তার অনুসারীদেরকে জমিদারদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য লাঠিয়াল বাহিনী গঠনের পরামর্শ দেন। এভাবে সাধারণ জনগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে ওঠে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায়, উদ্দীপকের সংস্কারকের আন্দোলনের ন্যায় হাজী শরীয়তুল্লাহর সংস্কার আন্দোলনও একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিল।

প্রশ্ন ৩৮ জনাব গিয়াস সাহেব একজন বুজুর্গ ব্যক্তি। তিনি ১৮ বৎসর বয়সে মক্কা শরিফ গমন করেন এবং ২০ বৎসর পরে হজ্জ পালন শেষে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করে ফিরে আসেন। তিনি বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালান। তিনি মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান, তাদের কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন করেন। তিনি ধর্মের অত্যাবশ্যকীয় কাজের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন। উচ্চ শ্রেণির ব্যাপক বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি তার কাজ চালিয়ে যান। পরবর্তীতে এটি আন্দোলনে রূপ নেয়।

[শরীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]

ক. তিতুমীরের প্রকৃত নাম কী? ১

খ. ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সামরিক কারণ সম্পর্কে কী জান? ২

গ. গিয়াস সাহেবের কার্যক্রমের সাথে তোমার পাঠ্যবই এর কোন সংস্কারের মিল আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলন কতখানি সফল হয়েছিল? পরবর্তী কোনো আন্দোলন কী এই আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল— বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. তিতুমীরের প্রকৃত নাম মীর নিসার আলী।

খ. সিপাহি বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ছিল সামরিক বাহিনীতে বৈষম্য। ইংরেজরা দেশীয় সৈন্যদের স্বার্থবিরোধী অনেক কাজ করে। যেমন পদোন্নতির ব্যাপারে ভারতীয় অভিজ্ঞ সামরিক কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সিপাহির কোনো সুযোগ ছিল না, অথচ অভিজ্ঞ ইংরেজ সৈন্যদের পদোন্নতি দিয়ে উচ্চপদে নিয়োগ দেওয়া হতো। সীমাহীন বেতন বৈষম্য, জোরপূর্বক বিদেশে যুদ্ধে যেতে বাধ্য করা ও অন্যান্য নানা কারণে ভারতীয় সিপাহীদের ক্ষুধা ও অসন্তুষ্টি করে তোলে এবং সিপাহি বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

গ. সৃজনশীল ১৪ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ. উক্ত আন্দোলন অর্থাৎ হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলন পুরোপুরি সফল হয়েছিল।

আঠার শতকে যেসব আন্দোলন সংগ্রাম বাংলার ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল ফরায়েজি আন্দোলন তার মধ্যে অন্যতম পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজ যখন কুসংস্কারের নিমজ্জিত, গরিব কৃষক, নিরীহ জনসাধারণ যখন ইংরেজ শাসনের পক্ষপাতদুষ্ট বিচার-ব্যবস্থা ও অত্যাচারে জর্জরিত সেই ঐতিহাসিক আবির্ভাব ঘটে হাজী শরীয়তুল্লাহর। তার এ আন্দোলন-সংগ্রাম পরবর্তীতে তিতুমীরের আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল।

উদ্দীপকে দ্রষ্টব্য যে, জনাব গিয়াস সাহেব মক্কায় হজ পালন শেষে দেশে ফিরে সেখানে বিদ্যমান নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালান। তিনি মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান ও তাদের কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন করেন। যা হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলনের সাথে সম্পর্কযুক্ত তিনি পূর্ব বাংলার অধঃপতিত মুসলিম সমাজের ইসলামের মূলনীতিতে ফিরিয়ে আনার ব্রত নিয়ে কাজ শুরু করেন। তার পুত্র দুদু মিয়ার সময় এ আন্দোলন একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক কাঠামোয় প্রজা আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। আন্দোলনের প্রভাব আমরা পরবর্তীতে তিতুমীরের আন্দোলনের লক্ষ্য করি। তিনিও সমাজসংস্কার ও ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের শোষণ থেকে জনগণকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ব্রিটিশ শাসন শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনিও বিভিন্ন অনৈসলামিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে মুসলিম জনমত গড়ে তোলেন।

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, হাজী শরীয়তুল্লাহর আন্দোলনের প্রভাব পরবর্তীকালে তিতুমীরের আন্দোলনেও পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ৩৯ সাদিয়া তার দাদার কাছ থেকে জানতে পারে যে, এক বিদেশি বাণিজ্য সংস্থার কাছে বাংলার রাজ্যশক্তি সম্মুখবিন্দু পরাজিত হয়। সাদিয়ার দাদা আরো জানান, রাজ্য শক্তির নিকটতম আত্মীয় সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতা ও কাজে সহায়তা করেছিল, সাদিয়ার দাদা মতামত দেন যে, উক্ত সংস্থার রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মধ্যে দিয়ে বাংলার এক যুগের সূচনা করে।

[বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা]

ক. ইশা খান কে ছিলেন? ১

খ. অন্ধকূপ হত্যা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সাদিয়ার দাদা কোন যুদ্ধের কথা বলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সাদিয়ার দাদার সর্বশেষ মতামতটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

### ৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ইশা খান ছিলেন বীর ভূঁইয়াদের নেতা।

খ. 'অন্ধকূপ হত্যা' প্ররোচনা ছিল নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে প্রচারিত একটি মিথ্যা অভিযোগ।

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার নিকট বন্দি হলওয়েল মুক্তি পেয়ে মিথ্যা প্রচারণা চালায় যে, নবাবের আদেশে ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দিকে ১৮ ফুট



দৈর্ঘ্য ও ১৪.১০ ফুট প্রস্থবিশিষ্ট ছোট একটি কক্ষে রাখা হয়েছিল। জুন মাসের প্রচণ্ড গরমে এদের মধ্যে ১২৩ জন শ্বাসবন্ধ হয়ে মারা যায়। বাকি ২৩ জন কোনোরকমে বেঁচে যায়। হলওয়েল কর্তৃক প্রচারিত এ কাহিনি 'অন্ধকূপ হত্যা' নামে পরিচিত।

**প।** সাদিয়ার দাদা পলাশির যুদ্ধের কথা বলেছেন।

পলাশির যুদ্ধ শুধু বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে নয় বিশ্ব ইতিহাসেও একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ব্রিটিশ কোম্পানির চতুর কর্মচারীরা নবাব বিরোধী স্বার্থান্বেষী কিছু বিশ্বাসঘাতকের সাথে সন্ধি করে এ নবাবকে পরাজিত করে। উদ্দীপকেও পলাশির যুদ্ধ সম্পর্কে এ বিষয়গুলোই বলা হয়েছে।

সাদিয়ার দাদা বলেন বাংলার রাজশক্তি তার নিকটতম আত্মীয়দের বিশ্বাস ঘাতকতায় বিদেশি বাণিজ্য সংস্থার সাথে সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত হয়। এখানে মূলত পলাশির যুদ্ধের প্রতি ইজিত দেওয়া হয়েছে। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশির রণ প্রান্তরে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে নবাবের খালা ঘষেটি বেগম, সেনাপতি মির জাফর, রাজদরবারের কিছু উচ্চপদস্থ স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির নবাবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজ কোম্পানির পক্ষাবলম্বন করে। গ্রহসনের এ যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা পরাজিত হয়। এ ঘটনায় শুধু বাংলার তরুণ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পতন হয়নি, বাংলার নবাব সরকার যুগেরও কার্যত অবসান ঘটে। আর সাদিয়ার দাদার বক্তব্যও এ বিষয়েরই ইজিত বহন করে।

**ব।** সাদিয়ার দাদার সর্বশেষ মন্তব্যটি সম্পূর্ণরূপে সঠিক।

উদ্দীপকে সাদিয়ার দাদার সর্বশেষ মতামত হলো, উক্ত সংস্থার রাষ্ট্রক্ৰমতা দখলের মধ্য দিয়ে বাংলায় নতুন যুগের সূচনা হয়। তিনি মূলত পলাশির যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বাংলার ক্ষমতা দখলের কথা বলেন। সত্যিকার অর্থেই ইংরেজ কোম্পানির শাসনক্ৰমতা গ্রহণের মাধ্যমে বাংলা একটি নতুন যুগে পদার্পণ করে।

পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ শাসনের শুরু হয়। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শাসন ক্ষমতা লাভ করে। এর মধ্যদিয়ে বাংলা সহ সমগ্র ভারতবর্ষে মধ্যযুগের অবসান হয়ে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। ইংরেজদের মাধ্যমে ভারতের সামরিক সংগঠন, আইন-কানুন, শিক্ষাদীক্ষা ও শাসনব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। এ সময় মুসলিম শিক্ষা-সংস্কৃতি অবহেলার শিকার হয় এবং ভারতবর্ষে মুঘল শিক্ষা ও সভ্যতার স্থলে ধীরে ধীরে ইউরোপীয় সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। প্রফেসর এস আহমদের মতানুসারে বলা যায়, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে পলাশির যুদ্ধ পানিপথের যুদ্ধের মতোই স্মরণীয় ও মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, ব্রিটিশ কোম্পানি বাংলার শাসন ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে এদেশে ইংরেজদের শিক্ষা-সংস্কৃতি অনুপ্রবেশের সহজ সুযোগ তৈরি হয়। আর ইংরেজদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ছিল ভারতবর্ষের নিকট যুগের অগ্রবর্তী ঘটনা, যা ভারতীয়দেরকে প্রভাবিত করে। তাই বলা যায়, কোম্পানির ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে এক নবযুগের সূত্রপাট ঘটে।

**প্রশ্ন-৪০।** মিসরের সেনা অভ্যুত্থানের সংবাদটি পড়ে উনবিংশ শতাব্দীর এক বিপ্লবের কথা মনে পড়ে যায় গবেষক মোবিন আহমেদের। পাশে বসা ছেলেকে বিপ্লবের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন— তৎকালীন শাসকের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা, দেশীয় জনগণের ক্ষমতা রহিতকরণ, দত্তক পুত্রের অধিকার অস্বীকার, সেনাদের মধ্যে বৈষম্য বিভিন্ন বিষয়ে দেশীয় জনগণের সমর্থন নিয়ে সৈনিকরা শাসকদের বিরুদ্ধে এক বিপ্লব সংঘটিত করে। সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে এ বিপ্লব ব্যর্থ হলেও এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

(ঢাকা কলেজ, ঢাকা)

- ক. তিতুমীর কে ছিলেন? ১
- খ. 'বঙ্গভঙ্গের পিছনে রাজনৈতিক কারণ ক্রিয়াশীল ছিল'— কথটি ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে ভারতীয় উপমহাদেশের যে বিপ্লবের চিত্র ফুটে উঠেছে তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ লিখ। ৩
- ঘ. 'উক্ত বিপ্লব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও পরবর্তীতে স্বাধীনতাকামীদের অনুপ্রাণিত করে—' ব্যাখ্যা করো। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক।** তিতুমীর ছিলেন বাংলার নীলবিদ্রোহের নেতা।

**খ।** বঙ্গভঙ্গের পেছনে রাজনৈতিক কারণই মুখ্য ছিল বলে অধিকাংশ ঐতিহাসিক বিশেষ করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

বঙ্গভঙ্গ ছিল ব্রিটিশ সরকারের চিরাচরিত ভাগ কর ও শাসন কর (Divide and Rule Policy) নীতির বহিঃপ্রকাশ। ফলে কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে নস্যাৎ করার মাধ্যমে রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার জন্যেই লর্ড কার্জন বাংলাকে বিভক্ত করেন।

**গ।** মোবিন আহমেদের বক্তব্যে ভারতীয় উপমহাদেশের ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবের চিত্র ফুটে উঠেছে। এই আন্দোলনের পেছনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল।

১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে বিপ্লব সংঘটিত হয় তাই সিপাহি বিপ্লব নামে পরিচিত। ইংরেজদের বিরুদ্ধে এ বিপ্লবের পেছনে অনেক কারণ বিদ্যমান ছিল। এ কারণগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণও ছিল। এ সময়ে লর্ড ডালহৌসি স্বত্ববিলোপ নীতি নামে রাজ্য বিস্তারের এক অভিনব নীতি গ্রহণ করেন। এ স্বত্ববিলোপ নীতি দ্বারা দেশীয় রাজাগণের বহুদিনের দত্তকপুত্র গ্রহণের অধিকার অস্বীকার করা হয়। এ নীতির ফলে কর্ণাটের নবাব নানা সাহেব সহ অনেকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তাছাড়া লর্ড কর্নওয়ালিশের শাসন সংস্কারের মাধ্যমে মুসলমানদের উচ্চ রাজপদ হতে বাদ দেওয়া হয়। এসকল কারণে ভারতীয়দের মনে ব্রিটিশদের প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবের পেছনের অর্থনৈতিক কারণও বিদ্যমান ছিল। এসময় ইংরেজদের ভূমি নীতির ফলে বহু ভূ-সম্পত্তির মালিক তাদের সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব প্রমাণ করতে না পারায় সম্পত্তি হারিয়ে ভূমিদখলকারী ইংরেজ কোম্পানির শাসনের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। তাছাড়া ব্রিটিশ সরকার সাম্রাজ্যবাদী নীতি প্রয়োগ করে দেশীয় জমিদার আত্মসাৎ করে নেয়। পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য ব্রিটেন থেকে এনে বাজারে বিক্রির ফলে দেশীয় অর্থনীতি ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ইংরেজরা এদেশের স্বর্ণ-রৌপ্য ও মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী লুটপাট করে। এছাড়াও কোম্পানি সরকার কর্তৃক ইংরেজ ও দেশীয় সিপাহীদের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য ছিল। আর এ সকল কারণই সিপাহি বিদ্রোহকে ত্বরান্বিত করে।

**ঘ।** উক্ত বিপ্লব অর্থাৎ ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও স্বাধীনতাকামীদের অনুপ্রাণিত করে— উক্তিটি যথার্থ।

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম বা সিপাহি বিপ্লব ব্যর্থ হলেও ভারতের ইতিহাসে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সংযোজন করেছে। এটা ব্রিটিশ সরকারের নীতি ও শাসনকার্যের ব্যাপারে এক বিরাট পরিবর্তন আনে। এ পরিবর্তনের মধ্যে কোম্পানি শাসনের অবদান ছিল অন্যতম। তাছাড়াও এ বিদ্রোহ পরবর্তী আন্দোলন-সংগ্রামে উৎসাহ দিয়েছিল।

সিপাহি বিপ্লব ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বপ্রথম গৌরবময় বৃহত্তর সংগ্রাম। এই সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারা ভারতীয় জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার সৃষ্টি হয়। এ মহাবিপ্লবের ফলে জনগণের মধ্যে যে জাতীয়তাবাদী চেতনার সৃষ্টি হয় তা পরবর্তীকালে যে কোনো আন্দোলন সর্বোপরি স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুপ্রেরণা দান করে। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব বা মহাবিপ্লবকে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রথম বৃহত্তর সশস্ত্র সংগ্রাম হিসেবে গণ্য করা হয়। এ আন্দোলনে ব্যর্থ হলেও পরবর্তীকালের সকল আন্দোলনের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে। এ মহাবিপ্লবের গুরুত্ব সম্পর্কে S.N Sen মন্তব্য করেন— The revolt commanded popular support in various degree in the principal threat of war, which extended roughly from western Bihar to the eastern confines of Panjab.

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও পরবর্তী সময়ের সকল আন্দোলনের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।



অধ্যায়-৪: বাংলায় কোম্পানি ও  
ঔপনিবেশিক শাসন

১৯১. সিপাহি বিদ্রোহের গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল ছিল কোনটি? (অনুধাবন) [বি এ এক শাহীন কলেজ, ঢাকা]
- ক) কোম্পানি শাসনের অবসান  
খ) স্বত্ববিলোপ নীতি  
গ) সামরিক সংস্কার  
ঘ) রাজনৈতিক দলের জন্ম
১৯২. বাংলায় মুঘল শাসনের গোড়াপত্তন করেন কে? (জ্ঞান)
- ক) সম্রাট আকবর  
খ) দাউদ খান কররানী  
গ) সম্রাট জাহাঙ্গীর  
ঘ) মুর্শিদ কুলি খান
১৯৩. কত খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর তার দীন-ই-ইলাহী ঘোষণা করেন? [ত্রিণগর সরকারি কলেজ, মুন্সিগঞ্জ]
- ক) ১৫৮০  
খ) ১৫৮১  
গ) ১৫৮২  
ঘ) ১৫৮৩
১৯৪. পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হাত থেকে বাংলাকে মুক্ত করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণীয় অবদান রাখেন। বাংলাকে মুঘল নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করতে বঙ্গবন্ধুর সাথে কোন নবাবের সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ)
- ক) নবাব আলীবর্দী খানের  
খ) নবাব মুর্শিদ কুলি খানের  
গ) নবাব সিরাজউদ্দৌলার  
ঘ) নবাব মীর কাসিমের
১৯৫. নবাবি শাসনামলে বাংলার উন্নতিকে কোন দেশের উন্নতির সাথে তুলনা করা হতো? (জ্ঞান)
- ক) ভারত  
খ) ইউরোপ  
গ) আফ্রিকা  
ঘ) অস্ট্রেলিয়া
১৯৬. বঙ্গারের যুদ্ধে কোম্পানির হাতে বাংলায় কোন নবাবের পরাজয় হয়? (জ্ঞান)
- ক) নবাব সিরাজউদ্দৌলার  
খ) নবাব আলিবর্দী খানের  
গ) নবাব মীর কাসিমের  
ঘ) নবাব মীরজাফরের
১৯৭. ফখরুখশিয়ারের ফরমানকে ইংরেজ কোম্পানির ম্যাপনা কাটা বলা হয় কেন? (উচ্চতর দক্ষতা) [কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা]
- ক) ইংরেজরা বাংলায় বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করার অনুমতি পায় বলে  
খ) মুঘল সম্রাটের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয় বলে  
গ) ভারতবর্ষে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ পায় বলে  
ঘ) শুল্কমুক্ত, অবাধ ও একচেটিয়া বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করে বলে
১৯৮. পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি কে ছিলেন? (জ্ঞান)
- ক) রবার্ট ক্লাইভ  
খ) ওয়াটসন  
গ) ড্যানিটাইট  
ঘ) ওয়ারেন হেস্টিংস
১৯৯. কত সালে 'এলাহাবাদ চুক্তি' সম্পাদিত হয়? (জ্ঞান)

- ক) ১৭৫৭  
খ) ১৭৬০  
গ) ১৭৬৪  
ঘ) ১৭৬৫
২০০. আলিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ঘটে— (জ্ঞান)
- [আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]
- ক) ১৯১৮ সালের ১৩ এপ্রিল  
খ) ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল  
গ) ১৯১৯ সালের ২৩ এপ্রিল  
ঘ) ১৯১৯ সালের ২৫ এপ্রিল
২০১. প্রথম কোন বাঙালি মুসলমান অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করতে কুষ্ঠিত হননি? (জ্ঞান) [আনোয়ারা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, চট্টগ্রাম]
- ক) নবাব আব্দুল লতিফ  
খ) এ কে ফজলুল হক  
গ) তিতুমীর  
ঘ) হাজি শরীয়াতউল্লাহ
২০২. দুদু মিয়াকে অত্যাচারিত কৃষকেরা ত্রাণকর্তা মনে করেন কেন? (অনুধাবন) [পার্বতীপুর আদর্শ ডিগ্রী কলেজ, দিনাজপুর]
- ক) ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে প্রাথমিকভাবে সফল হয়েছিলেন বলে  
খ) অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন বলে  
গ) সিপাহি বিদ্রোহে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে  
ঘ) নীলকর সি. অ্যাভু অ্যাভারসন ডানলপের বিরুদ্ধে সফল হয়েছিলেন বলে
২০৩. তিতুমীরের বিদ্রোহ মুসলমানদের মনে কোন ধরনের প্রেরণা জুগিয়েছে? (অনুধাবন) [সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ, পিরোজপুর]
- ক) বাঁশের কেলা তৈরির প্রেরণা জুগিয়েছে  
খ) বিভেদনীতির প্রেরণা জুগিয়েছে  
গ) আত্মরক্ষায় সেনা প্রশিক্ষণের প্রেরণা জুগিয়েছে
২০৪. বারাসাত বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন কে? (জ্ঞান)
- ক) সৈয়দ আমীর আলী  
খ) দুদু মিয়া  
গ) হাজি শরীয়াতউল্লাহ  
ঘ) তিতুমীর
২০৫. ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় কারা? (জ্ঞান)
- ক) মুসলমানরা  
খ) হিন্দুরা  
গ) বৌদ্ধরা  
ঘ) জৈনরা
২০৬. সিপাহি বিদ্রোহের মূল কারণ কোনটি? (জ্ঞান)
- ক) ধর্মীয়  
খ) সামরিক  
গ) অর্থনৈতিক  
ঘ) সামাজিক
২০৭. মোল্লা জহির হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মনাশের জন্য এক ধরনের প্রসাধনী তৈরি করেন যাতে গরু ও শূকরের চর্বি মেশানো থাকত। এ প্রসাধনী সিপাহি বিদ্রোহের কোন বিষয়টির প্রতিনিধিত্ব করেছে? (প্রয়োগ)
- ক) এনফিল্ড রাইফেল  
খ) ইংরেজি ভাষার প্রচলন  
গ) পূজার জন্য শিশুদের উৎসর্গ বন্ধ করা  
ঘ) বাল্যবিবাহ বন্ধ করা



২০৮. উপমহাদেশের সর্বপ্রথম গৌরবময় বিপ্লব ছিল কোনটি? (জ্ঞান) [রাজশাহী সরকারি কলেজ]

- ক) সিপাহি বিদ্রোহ      খ) ফকির বিদ্রোহ  
গ) কৃষক আন্দোলন      ঘ) স্বদেশি আন্দোলন

২০৯. ভারতীয় উপমহাদেশের সর্ব প্রথম গৌরবময় বৃহত্তম সংগ্রাম কোনটি? (জ্ঞান)

- ক) পলাশী যুদ্ধ      খ) করায়োজি আন্দোলন  
গ) সিপাহি বিদ্রোহ      ঘ) নীল বিদ্রোহ

২১০. 'The Indian War of Independence' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? (জ্ঞান)

- ক) কিশোরী লাল মিত্র      খ) সাতারকার  
গ) জন ডেভিড  
ঘ) সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ

২১১. ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে? (জ্ঞান)

- ক) ১৮৩৬      খ) ১৮৪৮  
গ) ১৮৫০      ঘ) ১৮৫৫

২১২. হাজি শরীফউল্লাহ ভারতীয় উপমহাদেশকে দারুল হরব বলেছেন কেন? (অনুধাবন) [ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]

- ক) বিবাহ অনুষ্ঠানে নৃত্যগীত প্রচলিত ছিল বলে  
খ) জুমার নামাজ পড়া নিষিদ্ধ ছিল বলে  
গ) পির পূজা ও মাজার পূজা করা হতো বলে  
ঘ) ব্রিটিশরা এ দেশ শাসন করত বলে

২১৩. বাংলার মুসলিম সমাজের আধুনিকায়ন প্রথম শুরু করেছিলেন কে? (জ্ঞান)

- ক) সৈয়দ আমীর আলী  
খ) নবাব আবদুল লতিফ  
গ) তিতুমীর  
ঘ) হাজি মুহম্মদ মোহসিন

২১৪. মোহাম্মেডান লিটারি সোসাইটি এর প্রতিষ্ঠাতার নাম কী? (জ্ঞান)

- ক) সৈয়দ আমীর আলী      খ) রামমোহন রায়  
গ) সৈয়দ আহমদ খান  
ঘ) নবাব আবদুল লতিফ

২১৫. সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহাম্মেডান এসোসিয়েশন কে গঠন করেন? (জ্ঞান) [বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা]

- ক) নবাব আবদুল লতিফ  
খ) হাজি মুহম্মদ মোহসিন  
গ) তিতুমীর      ঘ) সৈয়দ আমির আলী

২১৬. ভারতীয় মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠনের নাম কী? (জ্ঞান)

- ক) ন্যাশনাল কংগ্রেস  
খ) সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহাম্মেডান এসোসিয়েশন  
গ) বিজেপি      ঘ) ন্যাশনাল পার্টি

২১৭. 'এ শর্ট হিস্টরি অব দ্যা স্যারাসিনস'-গ্রন্থটির রচয়িতা কে? (জ্ঞান)

- ক) সৈয়দ আহমদ  
খ) সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ  
গ) সৈয়দ আমীর আলী  
ঘ) রাজা রামমোহন রায়

২১৮. নিচের কোনটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন? (অনুধাবন)

- ক) বেঙ্গল ল্যান্ড হোয়ার্ড সোসাইটি  
খ) ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন  
গ) সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহাম্মেডান এসোসিয়েশন  
ঘ) জাতীয় কংগ্রেস

২১৯. ব্রিটিশ ভারতে মোট জনসংখ্যার কত ভাগ মুসলমান ছিল? (জ্ঞান)

- ক) এক-তৃতীয়াংশ      খ) এক-চতুর্থাংশ  
গ) এক-পঞ্চমাংশ      ঘ) অর্ধেক

২২০. ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান প্যাট্রিওটিক এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা কে? (জ্ঞান)

- ক) নবাব আবদুল লতিফ  
খ) স্যার সৈয়দ আহমদ  
গ) সৈয়দ আমীর আলী  
ঘ) হাজি মুহম্মদ মোহসিন

২২১. 'মোহাম্মেডান ডিসেম্বর এসোসিয়েশন' এর প্রতিষ্ঠাতা কে? (জ্ঞান)

- ক) হাজি শরীফউল্লাহ  
খ) নবাব আবদুল লতিফ  
গ) হাজি মুহম্মদ মোহসিন  
ঘ) স্যার সৈয়দ আহমদ

২২২. ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম রাজনৈতিক দলের নাম কী? (জ্ঞান) [সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া]

- ক) ভারতীয় মুসলিম লীগ  
খ) ভারতীয় জনতা পার্টি  
গ) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস  
ঘ) ভারতীয় পিপলস পার্টি

২২৩. ইংরেজ শাসনের প্রতি অবিচল আনুগত্যই হবে এই প্রতিষ্ঠানের মূলভিত্তি— কোন প্রতিষ্ঠানকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? (জ্ঞান) [পঞ্চগড় সরকারি মহিলা কলেজ]

- ক) মুসলিম লীগ      খ) কৃষক শ্রমিক দল  
গ) প্রজা পার্টি      ঘ) কংগ্রেস

২২৪. 'The Bengalee' পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন কে? (জ্ঞান)

- ক) নবাব সলিমুল্লাহ  
খ) নবাব আবদুল লতিফ  
গ) সুরেন্দ্রনাথ      ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২৫. মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ফলে কী হয়? (অনুধাবন)

- ক) মুসলমানদের মনে আত্মজাগরণ ঘটে  
খ) মুসলমানরা সামাজিকভাবে অপদস্ত হয়  
গ) মুসলমানদের ধর্মচিন্তা বৃদ্ধি পায়  
ঘ) হিন্দু-মুসলমান হৃদয় সৃষ্টি হয়

২২৬. অভিজ্ঞ বাংলার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো কোথায় গড়ে উঠেছিল? (জ্ঞান)

- ক) উড়িষ্যা      খ) পাটনায়  
গ) কলকাতায়      ঘ) মাদ্রাজে



২২৭. ১৯০৫ সালে সরকার বঙ্গপ্রদেশ বিভক্ত করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে দুটি প্রদেশ গঠন করে। প্রদেশ দুটি কী? (বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর)

- (ক) আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ  
(খ) পূর্ব বাংলা ও আসাম  
(গ) নদীয়া ও আসাম  
(ঘ) পূর্ব বাংলা ও পশ্চিমবঙ্গ

২২৮. 'পূর্ব বাংলা ও আসাম' নামের নতুন প্রদেশের রাজধানী করা হয় কোনটি? (জান)

- (ক) ঢাকা (খ) আসাম  
(গ) কলকাতা (ঘ) সোনারগাঁও

২২৯. বঙ্গভঙ্গের পক্ষে মুসলিম জনমতকে সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন কে? (জান)

- (ক) স্যার সলিমুল্লাহ (খ) সৈয়দ আমীর আলী  
(গ) সৈয়দ আহমদ আলী (ঘ) নবাব আবদুল লতিফ

২৩০. বাংলাকে বিভক্ত করাটা প্রকৃতি বিরুদ্ধ এবং অন্যায় কাজ বলে মন্তব্য করে কোন দল? (জান)

- (ক) কংগ্রেস (খ) মুসলিম লীগ  
(গ) বিজেপি  
(ঘ) ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন

২৩১. বঙ্গভঙ্গকে রদ করার জন্য প্রবল আন্দোলন সংগঠিত করে কোন দল? (জান)

- (ক) কংগ্রেস (খ) মুসলিম লীগ  
(গ) ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন (ঘ) বিজেপি

২৩২. অসহযোগ আন্দোলনের পরিণতি কী? (অনুধাবন)

- (ক) ব্যর্থ হয় (খ) সার্থক হয়  
(গ) স্পৃগিত হয়  
(ঘ) ব্যাপক আকার ধারণ করে

২৩৩. লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক কে? (জান)

- (ক) খাজা নাজিমউদ্দিন  
(খ) শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক  
(গ) মুহম্মদ আলী জিন্নাহ.  
(ঘ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

২৩৪. 'শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সমঝোতা হোক বা না হোক ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে'। অ্যাটলির এ ঘোষণাটি ইতিহাসে কী নামে পরিচিত? (প্রয়োগ)

- (ক) ফেব্রুয়ারি ঘোষণা (খ) জুনের ঘোষণা  
(গ) ক্যাবিনেট মিশন প্রায়  
(ঘ) লাহোর প্রস্তাব

২৩৫. কোর্ট উইলিয়াম দুর্গাটি কোথায় নির্মিত হয়? (জান)

- (ক) সুতানটি (খ) গোবিন্দপুর  
(গ) কলকাতা (ঘ) বিহার

২৩৬. ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করতে সক্ষম হওয়ার কারণ কী? (অনুধাবন)

- (ক) কোম্পানির প্রশাসনিক যোগ্যতা

- (খ) বাংলার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দুর্বলতা  
(গ) বাংলার প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধ্বংসলীলা  
(ঘ) নবাবদের বিলাসবহুল জীবনযাপন

২৩৭. 'অরিক্স-ই-মোহাম্মদীয়া' মতবাদটির প্রবর্তক কে? (জান)

- (ক) হাজি শরীফুল্লাহ (খ) আব্দুল ওহাব  
(গ) সৈয়দ আহম্মদ শহীদ  
(ঘ) মীর নিসার আলী

২৩৮. সিপাহি বিদ্রোহকে 'জাতীয় বিদ্রব' বলে আখ্যায়িত করেন কে? (জান)

- (ক) আর্ল স্টানলি (খ) ডিজরেলি  
(গ) ফরেন্স্টার (ঘ) ডাফ

২৩৯. বাংলার মুসলিম সমাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠেছিল কার প্রচেষ্টায়? (জান)

- (ক) নবাব আবদুল লতিফের  
(খ) সৈয়দ আমীর আলীর  
(গ) সৈয়দ আহমেদের  
(ঘ) হাজি মুহম্মদ মোহসিনের

২৪০. ঐতিহাসিক ছয়দফা দাবিকে বলা হয় বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। ছয়দফা দাবির সাথে ব্রিটিশ আমলের কোনটির তুলনা করা যায়? (প্রয়োগ)

- (ক) সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ (খ) লন্ডো চুক্তি  
(গ) লাহোর প্রস্তাব (ঘ) বেঙ্গল প্যাক্ট

২৪১. বাংলার দেওয়ানি লাভের পরও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব নেননি। কারণ— (অনুধাবন)

- i. কোম্পানির দক্ষ জনবলের অভাব  
ii. প্রয়োজনীয় রেকর্ড-এর অভাব  
iii. রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii  
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৪২. নবাব সলিমুল্লাহ সিমলা বৈঠকে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি দলের সদস্যদের কাছে পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব প্রেরণ করেন। এর কারণ ছিল— (অনুধাবন)

- i. মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার আদায়  
ii. মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ  
iii. ইসলাম শিক্ষা সম্প্রসারণ  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii  
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৪৩. ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের ফলে— (অনুধাবন)

- i. মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশ ত্বরান্বিত হয়  
ii. হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়  
iii. মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii  
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii



২৪৪. বঙ্গভঙ্গের উদ্দেশ্য ছিল— (অনুধাবন)

- ঐক্যবন্ধ আন্দোলন দমন
- পূর্ব বাংলার উন্নয়ন সাধন
- ইংরেজ শাসন দীর্ঘস্থায়ীকরণ

- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii  
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৪৫. খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ভারতীয় জনমনে যে ধরনের প্রভাব ফেলে— (অনুধাবন)

- আত্ম সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে
- অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে আশাবিত্ত করে
- অধিকারবোধ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে

- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii  
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৪৬. অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে কংগ্রেস যেসব কর্মকান্ড পরিচালনা করে তার মধ্যে রয়েছে— (অনুধাবন)

- সরকারি চাকরি ও পদবি ত্যাগ
- আইন ব্যবসা বর্জন
- বিলাতি পণ্য পরিহার

- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii  
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৪৭. একে ফজলুল হক উপস্থাপিত লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে— (অনুধাবন)

- ভারতে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে হবে
- স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের প্রদেশগুলো হবে স্বশাসিত ও সার্বভৌম
- বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে হবে

- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii  
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৪৮. ফরায়েজি আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের— (অনুধাবন) [রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ]

- অনৈসলামিক কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখা
- ফরজ পালনে উদ্বুদ্ধ করা
- জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উৎসাহী করা

- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii  
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৪৯ ও ২৫০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
জনাব রহমত দীর্ঘদিন যাবৎ বিদেশে অবস্থান শেষে দেশে ফিরে লক্ষ করেন, দেশের মুসলমান সমাজ নানাবিধ কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতিতে মগ্ন। তাছাড়া একশ্রেণির উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের অভ্যাচারে মুসলমানদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় জনাব রহমত একটি আন্দোলন পরিচালনা করেন।

২৪৯. জনাব রহমতের পরিচালিত আন্দোলনটি বাংলার

কোন আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করছে? (প্রয়োগ)

- (ক) নীল বিদ্রোহ (খ) ফরায়েজি আন্দোলন  
(গ) সিপাহি বিদ্রোহ (ঘ) ভাষা আন্দোলন

২৫০. উক্ত আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল— (উচ্চতর দক্ষতা)

- মুসলমানদের সচেতন করা
- ব্রিটিশদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করা
- বাংলার অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করা

- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii  
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ২৫১ ও ২৫২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
ব্রিটিশ ভারতে ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় একটি দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাই এটি প্রথম পর্যায়ে সরকারের সাথে সহযোগিতা ও নরমপন্থা অবলম্বন করলেও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে নানামুখী কর্মসূচির মাধ্যমে ভারতীয় নবচেতনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে ওঠে।

২৫১. উদ্দীপকে কোন সংগঠনটিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? (প্রয়োগ)

- (ক) ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন  
(খ) বেঙ্গাল এসোসিয়েশন  
(গ) সর্ব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস  
(ঘ) সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ

২৫২. উক্ত সংগঠনটি যে কারণে ভারতীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে স্থায়ী আসন করে নেয় তা হলো— (অনুধাবন)

- ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণী-ভূমিকা পালন
- মুসলমান সমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার
- হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব দূর করা

- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii  
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৫৩ ও ২৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
'X' এলাকাকে 'Y' থেকে ভেঙে জেলা ঘোষণা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে 'X' এলাকার লোকজন আনন্দিত হয়। কিন্তু 'Y' এলাকার জনগণ এই ঘটনার বিরোধিতা করে। পরিস্থিতির এক পর্যায়ে 'Y' এলাকায় ধর্মঘট পালিত হয়।

২৫৩. 'X' এলাকার জনগণকে কাদের সাথে তুলনা করা যায়? (প্রয়োগ)

- (ক) বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতাকারীদের সঙ্গে  
(খ) বঙ্গভঙ্গকালীন হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে  
(গ) বঙ্গভঙ্গের স্বপক্ষের জনগণের সঙ্গে  
(ঘ) স্বদেশী আন্দোলনকারীদের সঙ্গে

২৫৪. 'X' এলাকার লোকের উক্ত এলাকা জেলা ঘোষণার উদ্যোগে আনন্দিত হওয়ার কারণ— (উচ্চতর দক্ষতা)

- এতে এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে
- এতে জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে
- এতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসেবে স্বার্থ সংরক্ষিত হবে

- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii  
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii